BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1060 ♦ Friday 27 June - Thursday 03 July 2025

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বাংলা পোস্টের
নিয়মিত খবর
ভেতরের পাতায়

বাংলা পোস্টের নিয়মিত খবর ভেতরের পাতায়
Your regular Bangla Post
packed with news and features
INSIDE

Welcome to GBS

Flexible study that fits around you

Global Banking School (GBS) offer a range of courses across ten campuses in London, Manchester, Birmingham and Leeds. We deliver diplomas, undergraduate and postgraduate degrees in banking, finance, accounting, business, construction, tourism, healthcare, computing, project management and business psychology.

- Flexible study, including evenings and weekends
- Inclusive community of learners
- Admissions support before you join
- Academic support throughout your course
- Welfare support when you need it
- Expert teaching staff, all experienced in their field
- Hands-on practical learning on our vocational courses
- Research and tuition-based academic courses

High quality student experience

Our students have, for the fifth year in a row, provided GBS with an impressive outcome in the National Student Survey 2024, reflecting the outstanding work we do to support our students. We also received a bronze award in the recent Teaching Excellence Framework with our student outcomes being judged as high quality and our student experience as very high quality in all areas.

93% Teaching on my course
91% Learning opportunities
Assessment and feedback 92%
Academic support 95%
2024 National Student Survey Results NSS

TEF 2023
Overall: Bronze
Student experience: Silver
Student outcomes: Bronze
Teaching Excellence Framework

ENROLLING NOW
Campuses
London,
Birmingham,
Manchester, Leeds.

Our courses

We offer a wide selection of courses – at diploma and undergraduate levels.

Business
- HND in Business
- BA (Hons) Global Business (Business Management)with Foundation Year
- BA (Hons) Global Business Entrepreneurship with Foundation Year
- BSc (Hons) Applied Business Psychology with Foundation Year
- BSc (Hons) Project Management with Foundation Year
- BSc (Hons) Business & Tourism*
- BSc (Hons) Accounting & Financial Management*
- MSc Global Business

Construction
- HND in Construction Management for England (Construction Design and Build Technician)
- BSc (Hons) Construction Management with Foundation Year

Digital Technologies
- HND in Digital Technologies for England (Cyber Security)
- BSc (Hons) Computing with Foundation Year

Healthcare
- HND in Health and Social Care Practice
- BSc (Hons) Health, Wellbeing and Social Care with Foundation Year

**Please note this is a 4-year course with a Foundation Year.*

020 8092 9440 | enquiries@globalbanking.ac.uk | globalbanking.ac.uk

GBS GLOBAL BANKING SCHOOL

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1060 ♦ Friday 27 June - Thursday 03 July 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ঐকমত্য কমিশন:

প্রধানমন্ত্রী পদে সর্বোচ্চ ১০ বছর

পোস্ট ডেস্ক : এক ব্যক্তি সারা জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন, এই প্রস্তাবের সঙ্গে শর্ত সাপেক্ষে একমত হবে বিএনপি। সে ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগের জন্য জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) বা এ ধরনের কোনো কমিটি গঠনের বিধান সংবিধানে যুক্ত করা যাবে না।

গতকাল বুধবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় বিএনপি এই অবস্থান তুলে ধরে। বেশির ভাগ দল একমত হলেও মূলত বিএনপিসহ কয়েকটি দলের আপত্তি থাকায় প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদকাল (এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত বছর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন) ও সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবে এখনো ঐকমত্য হয়নি। সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি নিয়ে দলগুলোর মতবিরোধ থাকায়

গতকালও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। এ বিষয়গুলো নিয়ে আগামী রোববার আরও আলোচনা হবে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা করছে। রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গতকাল ছিল দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ষষ্ঠ দিন। এ দিনের আলোচনা ছিল তিনটি বিষয় নিয়ে। সেগুলো হলো সংবিধানের মূলনীতি, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) ও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ।

আগের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এনসিসির পরিবর্তে 'সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ' দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে। এ ছাড়া সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি নিয়ে একটি নতুন প্রস্তাব হাজির করা হয়।

এ ছাড়া আগের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী পদে একজনের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ১০ বছর করার প্রস্তাবে বেশির ভাগ দল একমত হয়েছিল। বিএনপিসহ তিনটি দলের আপত্তি ছিল। বিএনপি বলেছিল, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকালের সঙ্গে এনসিসি গঠন করা হচ্ছে কি না, উচ্চকক্ষের ক্ষমতা কী হবে-এগুলো সম্পর্কিত। এগুলো একসঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

গতকাল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পর ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকালের বিষয়টি আলোচনায় আনার প্রস্তাব করেন। তখন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এক ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এ প্রস্তাবে বিএনপি --১৬ পৃষ্ঠায়

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব

পোস্ট ডেস্ক : ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল কমিটিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার (২৪ জুন) মার্কিন কংগ্রেসের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি বাডি কার্টার নরওয়ের নোবেল কমিটির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ট্রাম্পের মনোনয়ন সুপারিশ করেন।

চিঠিতে তিনি বলেন, "সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়নে ট্রাম্পের অসাধারণ ভূমিকা বিশ্ব শান্তির জন্য এক মাইলফলক।"

কার্টার আরও বলেন, "অনেকের কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, সেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি ট্রাম্পের দৃঢ় নেতৃত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে।"

কার্টার আরও উল্লেখ করেন, "ইরানের পরমাণু কর্মসূচি থামাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদের --১৬ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার আইনজীব পরিবর্ন

পোস্ট ডেস্ক : আদালত অবমাননার মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমিনুল গণি টিটুকে সরিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট'-এর প্রশ্ন তুলে আমিনুল গণি টিটুকে সরিয়ে তার পরিবর্তে আমির হোসেনকে নতুন আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। গতকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন।

মামলার অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামান মামলার প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলে দুই --১৬ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধবিরতি স্থায়ী নিয়ে সংশয়

পোস্ট ডেস্ক : কাতারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইরান-ইসরাইল। তার আগে দুই পক্ষই নিজেদের শক্তি দেখিয়েছে। প্রাণহানির সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দুই পক্ষের। এখনো উত্তেজনা কমেনি। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করছেন। তবে আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হলেও স্থায়ীভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে- এটি এখনই বলা মুশকিল বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন। অন্যদিকে ১২ দিনব্যাপী এ যুদ্ধ --১৬ পৃষ্ঠায়

চনপাড়া কে চালায়

পোস্ট ডেস্ক : গতবছর অগাস্টে নতুন লোকজন দায়িত্ব নেওয়ার পর নারায়ণগঞ্জের মাদক ও অপরাধের 'স্বর্গরাজ্য' চনপাড়ায় চারটি খুনের ঘটনা ঘটেছে।

এই চনপাড়ার ইতিহাসই এমন। এইখানে ভালো মানুষ কেউ থাকে না। কেউ একটু টাকা-পয়সা কামাইতে পারলেই এলাকা ছাইড়া চইলা যায় অন্য জায়গায়। যারা তারপরও থাকে, তাগো অন্য স্বার্থ আছে।"কথাগুলো বলছিলেন স্থানীয় --১৬ পৃষ্ঠায়

ইরান পারমাণবিক কর্মসূচিতে ফিরলে আবার হামলা: ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : ইরান ফের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি শুরু করলে যুক্তরাষ্ট্র আবার হামলা চালাবে- সতর্ক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইরান ফের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু করলে আবার হামলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে এমনটিই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।ইরান ফের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালু করলে আবার হামলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে এমনটিই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।তবে ইরানের ওই উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই ধারণা প্রকাশ করেছেন তিনি। "আমি মনে করি না তারা আবার কখনও এটি

(পামাণবিক কর্মসূচি) করবে," বলেন ট্রাম্প।

তার কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর যে অবস্থা হয়েছে, তাতে সেগুলোতে পুনরায় কাজ শুরু করা কঠিন।

যদিও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি গোপন প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ইরানের পারমাণবিক --১৬ পৃষ্ঠায়

ভাই হত্যার বিচার চেয়ে ফাঁসলেন জুলাই হত্যা মামলায়!

পোস্ট ডেস্ক : সাভারের দক্ষিণ রাজাশনের ব্যবসায়ী মো. ইমরান হোসেন গোলদার। এক সময় বিএনপি'র রাজনীতি করতেন। ছিলেন ওয়ার্ড যুবদলের সহ-সভাপতি। নানা হুমকি ও মামলা -হামলার ভয়ে ২০১৩ সাল থেকে নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছেন। তবুও নিস্তার মেলেনি। ২০২৩ সালে --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। শেখ হাসিনা

শাহ শামীম আহমদ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বলেছেন গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সামসুল হক ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামীলগের জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই দলটি ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছে। আওয়ামীলীগের নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। আওয়ামীলীগই দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। এমন্তব্য করেছেন আওয়ামীলীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২৩জুন ২০২৫ সোমবার পূর্বলন্ডনের □রয়েল রিজেন্সী হলে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ আয়োজিত দলের ৭৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলন জঙ্গি-জামাতের সহযোগীতায় অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী ইউনুসের জুলুম নিপিড়নের শিকার বাংলার ১৮কোটি মানুষ। স্বাধীনতা বিরোধী দখলদার ইউনুস ৩০লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বার বার আওয়ামীলীগের উপর আঘাত এসেছে, আদর্শকে ধারন করেই আওয়ামীলীগ তা কাটিয়ে উঠেছে। অন্যায়কারী যত শক্তিশালীই হোকনা কেন ঠিকে থাকতে পারবেনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষেরা তা সহ্য করবেনা। তিনি দলের নেতা কর্মীদের মনোবল শক্ত রেখে কাজ করে যাবার আহবান জানান।

তিনি বলেন ১৯৪৭ সালে পূর্ব বঙ্গের মানুষের আকাঙ্খা পাকিস্তানের জন্মের পরপরই হোঁচট খায়। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু জাতীয়তাবাদী তরুণ রাজনীতিক ঐ সময় উপলব্ধি করেন- বাংলার গণমানুষের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ আগ্রহী নয়। পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ধারার এই তরুণরা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি বর্ষীয়ান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও আরেক তরুণ নেতা শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের প্রথম কমিটি গঠিত হয়। যেখানে কারাবন্দী অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদকের পদ লাভ করেন। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা জানাই আওয়ামী লীগের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রবাদপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, কৃষক-জনতার নেতা শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে।

অবিভক্ত বাংলার নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ বোসসহ এই মূলধারার নেতাদের উত্তরাধিকার বহনকারী বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল জন আকাঙক্ষারই ভাষা। বাঙালির মিলিত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নই আওয়ামী লীগের আদর্শ।

১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হবার পর অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিস্তৃত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভেদ পেরিয়ে আওয়ামী লীগের হাতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে।

কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিংস পার্টি হিসেবে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়নি। তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতা করে জন্ম নেওয়া এই দল তাই কখনো ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে মানুষের অধিকার আদায়ে যেমন সোচ্চার, তেমনি জনকল্যানেও সর্বাগ্রে। ৭৬ বছরের প্রাজ্ঞ এই দলের সবচেয়ে বড় অর্জন- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আর আওয়ামী লীগ সমার্থক। বাংলাদেশের মাটি থেকে কেউ আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে পারবে না।

জাতির পিতার কন্যা হিসেবে, তাঁর আদর্শ ধারণ করে এই মহান সংগঠনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুনর্গঠন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোতে উন্নয়নের পথ রচনা করেছি।

বেদনার সঙ্গে বলতে হয়, আজ আমরা গভীর সংকট পার করছি। একটি অসাংবিধানিক সরকার অন্যায়ভাবে আমাদের কার্য্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে, যেমনটি ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খানও করেছিল। আমাদের লক্ষাধিক নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে, লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করছে। এই দমন-পীড়ন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নয়, এটি জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। এই দুঃসময়ে আমি দলের নেতাকর্মী এবং শান্তিপ্রিয় জনগণকে বলবো- সাহস হারাবেন না। অতীতের মতো এবারও বাংলাদেশকে রাহুমুক্ত করবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর সাহস, ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার শিক্ষাই আমাদের যুদ্ধ জয়ের অভ্যস্ত।

২৩ জুন মোমবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচন সভায় টেলিকনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মাহমদ আলী। এছাড়া গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হয়।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ও বাঙালির স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

প্রায় সহস্রাধিক প্রবাসীদের এই মিলনমেলায় ৭৬ তম জন্মদিনে, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় ও দলীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়। সভামঞ্চে এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও মৎস ও পানিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাস্ট্র মন্ত্রী হাসান মাহমুদ, আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নৌ পরিবহন মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রবাসী কল্যান মন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, পর্তমন্ত্রী শম রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুসাইদ আল মাহমুদ স্বপন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সিলেট ৩ আসনের সাংসদ হাবিবুর রহমান হাবিব, সুনামগঞ্জ ১ আসনের সাংসদ রন্‌জিত সরকার, সিরাজগঞ্জ ২ আসনের সাংসদ হাবিবে মিল্লাত, কুমিল্লা ৪আসনের সাংসদ আবুল কালাম আজাদ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, শাহ আজিজুর রহমান, হরমুজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক নইমুদ্দিন রিয়াজ, মারুফ আহম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মাশুক ইবনে আনিছ, দপ্তর সম্পাদক শামীম আহমদ, প্রবাস কল্যান সম্পাদক আনছারুল হক, গনসংযোগ সম্পাদক রবীন পাল, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক খছরুজ্জামান খছরু, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট এম এ করিম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সারব আলী, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক তারিফ আহমদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের নিগার চৌধুরী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ ছুরুক মিয়া, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ফয়জুর রহমান খান, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আসম মিসবাহ, আন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমদ চৌধুরী, সহ প্রচার লুৎফুর রহমান ছায়াদ সহদপ্তর সম্পাদক খছরুজ্জামান খছরু, যুক্তরাজ্যে যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু, সাধারন সম্পাদক সেলিম আহমদ খান, যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সায়েদ আহমদ সাদ, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সামসুল ইসলাম বাচ্ছু, যুক্তরাজ্য শ্রমিক লীগের সভাপতি শামীম আহমদ, কৃষক লীগের সভাপতি সৈয়দ তারেক আহমদ, তাতিলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সভাপতি তামিম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক সজিব ভুইয়া।

এছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন ও বিভিন্ন শাখা কমিটির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের উপস্থিতে অনুষ্ঠানটি একটি মিলন মেলায় পরিনত হয়।

আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের লিডারশিপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়। তিনি কোথাও কোন কাফেলা প্রেরণ করলে সেখানে একজনকে নেতা বানিয়ে দিতেন। ইসলামের প্রথম দিকে সাহাবায়ে কেরাম বিচ্ছিন্ন ভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে ইসলাম কবূলকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে ইসলাম প্রচার করেছেন। এটা ছিল তাঁর দায়িমী সুন্নত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও একাকী ইবাদতের চেয়ে সংঘবদ্ধ ইবাদতকে বেশি গুরুত্ব দেন। যেমন একাকী নামাজ আদায়কারীর চেয়ে জামায়াতে নামাজ আদায়কারীর সাওয়াব সাতাশগুণ বেশি। এজন্যই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়া দ্বীন প্রচারের গুরুত্ব অত্যধিক। তাই প্রিয়নবীর সুন্নত হিসেবে সাংগঠনিক পদ্ধতিতেই দ্বীন প্রচারের কার্যক্রম আরো বেগবান করতে হবে।

আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের উদ্যোগে গতকাল ২২ জুন রবিবার দুপুরে বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স হলে ডিভিশনের অধীনে ব্রাঞ্চ সমূহকে নিয়ে লিডারশিপ কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমাইদীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউকে আল ইসলাহর ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: খুরশিদ উল হক, উপদেষ্টা মোঃ এমদাদ হোসেন, ট্রেজারার মোঃ আব্দুস সালাম ও সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার মাস্টার আব্দুল মুহিত।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকনউদ্দিন আহমেদ, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মাওলানা মাহবুব কামাল, এডুকেশন এন্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা গুলজার আহমদ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার হাজী তারা মিয়া, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জায়েদ ও দুলাল আহমেদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে সান্ডওয়েল শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে বার্মিংহাম শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়ালছল শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা নোমান আহমদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে লেস্টার শাখার প্রেসিডেন্ট হাজী আব্দুল কাইয়ুম, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ব্রিস্টল এন্ড বাথ শাখার প্রেসিডেন্ট হাফিজ মনসুর আহমেদ চৌধুরী, মাওলানা আতিকুর রহমান, হাফিজ আব্দুল জলিল, হাফিজ রুমেল আহমদ হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, হাজী আবু বকর সাদ উদ্দিন সহ অসংখ্য প্রশিক্ষণার্থী সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ হারুনুর রশিদ, নাশিদ পরিবেশন করেন ক্বারী আবুল খায়ের।

বার্মিংহামের টিপটনে ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সাবেক উপদেষ্টা, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে ইউকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব আহমদুল হক সাহেবের ঈসালে সাওয়াব মাহফিল গত ১৫ জুন টিপটন শাহজালাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের বড় ছেলে আলহাজ্ব খুরশিদুল হকের সভাপতিত্বে ও মাওলানা নূরুল আমীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধরী ফুলতলি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের খাইরুল হুদা খান, মুফতি আব্দুশ শহিদ, হাজি আব্দুছ ছালাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন-বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির একজন পরিচিত ও সজ্জন ব্যাক্তি ছিলেন আলহাজ্ব আহমদুল হক সাহেব এমবিই। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘটনের সাথে জড়িত ছিলেন। একাধারে বাইশ বছর স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র এবং মেয়রের দায়িত্ব অত্যান্ত সুনামের সাথে পালন করেন। তিনি যথাক্রমে টিপটন মুসলিম সেন্টার, শাহজালাল মসজিদ টিপটন এবং লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ফাউন্ডার অন্যান্যের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন মাওলানা রুকন উদ্দিন, মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী, শাহিন চৌধুরী , মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, মাওলানা আল আমিন ইকবাল, হাফিজ মাহবুবুর রহমান, হাজী ইসমাঈল মিয়া, হাজি গৌছ আহমদ, আব্দুল কাদির, নুর মিয়া, আব্দুর রাজ্জাক, রোশন আলী, আকবর আলী, লিয়াকত আলী, ওলিউর রহমান, আজহারুল হক, আনছার মিয়া, মুকিম উল্লা, সাজ্জাদ আহমদ, ইদন আলী, নুর আলী, আবুল কালাম আজাদ, সমশের আলী, আব্দুছ ছালাম প্রমুখ।

সভায় মহা গ্রন্হ আল কোরআন থেকে

সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সালমান আহমদ চৌধরী ফুলতলি।

বক্তব্য রাখেন, মাওলানা ছাদ উদ্দীন সিদ্দিকি, মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, মাওলানা কয়েছুজ্জামান, মাওলানা রফিক আহমদ, প্রিন্সিপাল মাওলানা কাদির আল হাসান, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মাওলানা মেম্‌বার ছিলেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সামাজিক সংঘটনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।বক্তারা তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। বক্তারা টিপটন কমিউনিটি এবং শাহজালাল মসজিদ পরিচালনা কমিটির ভূয়সি প্রশংসা করেন।সভায় তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ ইউনুছ, হাফিজ রায়ান রহমান, হাফিজ আয়ান আলী।

কোরআন তিলাওয়াত ও খতমে খাজেগানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সালমান আহমদ চৌধরী ফুলতলী।

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অর্গেনাইজেশনের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অর্গেনাইজেশনের নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুন রবিবার ইষ্ট লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এ সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি আং মান্নান এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আমির উদ্দিন পরিচালনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবলু। সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এ, কে, এম, হেলাল, উপদেষ্টা গোলাম আব্বাস, এডভোকেট সাইফুর রহমান পারভেজ, নুরুন্ননবী, শাহজাহান খান, ট্রেজারার আং রউফ, সহ- সভাপতি হাফিজুর রহমান, আবুল কালাম, সহ-সম্পাদক মুক্তাদিজ্জামান, আনসার আহমেদ, সহ- ট্রেজারার বিলাল আহমেদ, এ, বি, এম কাউছার।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কেয়ারার ভাই বোনদের নিয়া আগামী আগস্ট মাসের ১২ তাং পিকনিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পিকনিকের যাবতীয় ব্যবস্তা আয়োজনের দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টা এ, কে, এম হেলাল ও গোলাম আব্বাস কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাই যে সকল কেয়ারার ভাই বোনেরা পিকনিকে যাওয়ার আগ্রহী তারা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারী বা যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরুধ করিতেছি।

কমিটির অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুর রহমান, কামালী, মোং তাহের, আকিব চৌ, সাইদুল ইসলাম, সোরাব হোসেন, মাহি উদ্দিন, নাহিম মিয়া, নাজমুল হক, আং মুমিত চৌধুরী. আক্তার হোসেন, আলী আহমেদ, দুলাল আহমদ প্রমুখ॥

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি আং মান্নান সকলে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে নৈশ ভোজের মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে উদ্যোগের ঘোষণা

ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট তাদের শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা জোরদার করার জন্য একাধিক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে , যা ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আনসার আহমেদ উল্লাহর পরিচালনায়, সভায় কোষাধ্যক্ষ আসকর আলী সহ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ইসি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মোহাম্মদ মুজাহিদ উদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান শরীফ উল্লাহ, ভাইস চেয়ারম্যান আফজাল রাজা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান মাহমুদ আলী, ভাইস চেয়ারম্যান আকমল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আসকর আলী, যুগ্ম সম্পাদক মনসুজ জামান মোহন, যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক রুহুল আমিন (প্রাক্তন কাউন্সিলর), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল তুয়াহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আবু শহীদ, শিক্ষা সম্পাদক ড. শামীম আহমেদ, বৃত্তি সম্পাদক আরশাদ আহমেদ, স্বাস্থ্য সম্পাদক মিজানুর রহমান এবং ট্রাস্টি হেলাল মিয়া, সুরুজ মিয়া, মিসবাহ উজ্জামান এবং মোঃ নওয়াজ শরীফ।

কমিটি বার্মিংহামে তাদের পূর্ববর্তী বৈঠকের ফলাফল পর্যালোচনা করে, যেখানে ছাতকে একটি ছাত্র বিতর্ক শুরু করার, বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণের জন্য একটি উপকমিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং এই অঞ্চলে একটি স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনের বিষয়ে বিবেচনা করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, সাম্প্রতিক সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং ট্রাস্টিদের সম্পৃক্ততার প্রতি ট্রাস্টের চলমান প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেয়। আলমগীর শাহরিয়ার কর্তৃক প্রস্তাবিত ছাতকে একটি ছাত্র বিতর্ক অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনকারী ট্রাস্টিদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ট্রাস্ট জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে একটি সংবর্ধনা আয়োজন করবে। ট্রাস্টিদের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক যোগাযোগকে উৎসাহিত করার জন্য, আগস্ট মাসে ওয়ার্থিংয়ে একটি গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কোষাধ্যক্ষ আসকর আলী ট্রাস্টের বর্তমান ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে সদস্যদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে।

বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, নির্বাহী কমিটি ২০২৫ সালের শেষের আগে, বিশেষ করে নভেম্বরে, পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় একটি নতুন কমিটি নির্বাচিত হবে।

ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট বাংলাদেশে শিক্ষাগত অগ্রগতিতে সহায়তা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ থাকাকালীন যুক্তরাজ্যে তার উপস্থিতি জোরদার করে চলেছে। সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলি ছাতকের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং শেখার সুযোগ সম্প্রসারণের দ্বৈত লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে।

ইউরোপ জমিয়ত ওয়ালসল শাখার সিরাতুন্নবী সাঃ মাহফিল ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গতকাল রবিবার, ২২ জুন ২০২৫, স্থানীয় শাহজালাল জামে মসজিদে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ ওয়ালসল শাখার আয়োজনে এক ঐতিহাসিক সিরাতুন্নবী সাঃ সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ ওয়ালসল শাখার আহ্বায়ক মাওলানা শেখ নুরে আলম হামিদী এবং পরিচালনা করেন সদস্য সচিব হাফিজ মাওলানা স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে, যা আত্মঘাতী প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

প্রধান বক্তার বক্তব্যে ইউরোপ জমিয়তের সম্মানিত মহাসচিব মুফতি মাওসুফ আহমদ বলেন, "বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হচ্ছেন বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাঃ। তাই একমাত্র মুহাম্মদ সাঃ আদর্শের মাধ্যমেই নিহিত আছে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী।

সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল বাসিত, ইউরোপ জমিয়ত ব্রাডফোর্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এখলাছুর রহমান, ব্রাডফোর্ড শাখার সহ সভাপতি মাওঃ উবাইদুল হক, ইউরোপ জমিয়ত সান্ডওয়েল শাখার সভাপতি মাওঃ আব্দুল খালিক, সহ-সভাপতি মাওঃ হাবিব খান, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ জামীল বদরুল, সহ- সাধারণ সম্পাদক মাওঃ জাকির হোসাইন, ইউরোপ জমিয়ত লিডস

মুদ্দাসসির আনওয়ার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউরোপ জমিয়তের সম্মানিত সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুল হান্নান বলেন, "কোরআন ও সুন্নাহই মানবতার পূর্ণ মুক্তির পথ। এই পথে চললেই মানুষ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে। জমিয়তের আহ্বান সর্বত্র মানবতার পক্ষে। এ লক্ষ্য পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শায়খ মুফতি সাইফুল ইসলাম বলেন, "ইরানে মার্কিন বোমা হামলার পর পুরো মধ্যপ্রাচ্য চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। এই হামলা শুধু একটি দেশের উপর আগ্রাসন নয়, বরং এটি বিশ্বব্যাপী অশান্তির বীজ বপন করছে।" তিনি বলেন, "জাতিগত মুসলিম নিধনে লিপ্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বদলে এই হামলা মানবতার বিরুদ্ধে এক নির্মম পদক্ষেপ। এখন সময় একতাবদ্ধ হওয়ার, অথচ কিছু

তিনি আরও বলেন, জমিয়ত একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, যা পূর্বসূরীদের আমানত রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে শত বর্ষ পার করে এগিয়ে চলছে। আজকের বৈশ্বিক সংকটে জমিয়তের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই সময়ের দাবি।"

বিশেষ বক্তার বক্তব্যে ইউকে জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ মামনুন মুহিউদ্দিন বলেন, মোহাম্মদ মুস্তাফা সাঃ'র সীরাত অনুকরণের মাধ্যমেই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম শাখার সভাপতি মাওলানা এখলাছুর রহমান, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব ফয়েজী, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল হাফিজ, লন্ডন মহানগরের সভাপতি মাওলানা জসিম উদ্দীন, ইউরোপ জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুর রহমান, সহ-শাখার সভাপতি মাওঃ আলমগীর, লিডস শাখার সহ-সভাপতি হাজী জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় ইউরোপ জমিয়তের মহাসচিব মুফতি মাওসুফ আহমদ সর্বসম্মতিক্রমে মিডল্যান্ড শাখার ২০২৫-২০২৭ সেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করেন।

নতুন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন- সভাপতি: মাওলানা শেখ নূরে আলম হামিদী, সেক্রেটারি: মাওঃ ক্বারী মুদ্দাসসির আনওয়ার, ট্রেজারার: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক: মাওঃ তাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক: হাজি মোহাম্মদ তারিক আজিজ, সভায় এলাকার গণ্যমান্য আলেমগণ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

পরিশেষে সভাপতি মুফতি আব্দুল হান্নানের দোয়ার মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিনত করার দাবীতে কেন্টের ক্যান্টারবারীতে সভা অনুষ্ঠিত

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, ওসমানী বিমান বন্দর থেকে বিদেশী ফ্লাইট চালু ও বিমানের ভাড়া হ্রাসের দাবীতে গত ১৮ জুন ২০২৫ বিকাল ২টায় কেন্টের ক্যান্টারবারী এলাকার কাশ্মীর তান্দুরী রেস্টুরেন্টে মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে ও। সৈয়দ সাজ্জাদ হাসানের পরিচালনায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লী ফান্‌কশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনেল এয়ারপোরটের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরী ।বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক শাহ মুনিম, সদস্য সচিব এমএ রব, অর্থ সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন ও সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন মোঃ আব্দুল লতিব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেষ্টুরেন্টের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ রুহুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাসান আহমদ, শাহিন রহমান, নূরুল ইসলাম, সুলেমান মিয়া, সাফিউর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন- ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরকে পুর্নাঙ্গ করে অন্যান্যে এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট চালুর দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় বৃটেনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষনার মাধ্যমে রেমিটেন্স বন্ধ ও বিমান বয়কটের ডাক দেওয়া হবে।

সভায় ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লি ফাংশনাল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ক্যান্টারবারী শাখা গঠণ করা হয়। কমিটিতে যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেন: আহবায়ক:- মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, যুগ্ম আহবায়ক: সৈয়দ সাজ্জাদ হাসান, যুগ্ম আহবায়ক: শাহীন রহমান, যুগ্ম আহবায়ক: নূরুল ইসলাম, সদস্য সচিব: রুহুল আলম, যুগ্ম সদস্য সচিব:- হাসান আহমদ, অর্থ সচিব: আব্দুল ওয়াহিদ,যুগ্ম অর্থ সচিব:- সাইফুর রহমান।

সদস্যবৃন্দ : মোঃ আব্দুল লতিব, আব্দুল মজিদ, আব্দুল আজিজ, সুলেমান মিয়া, সিরাজ মিয়া, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ নূরুল আলম, মোঃ ফাহিম খান, মোঃ সেলিম বিন ইকরামুল, মোঃ ফাহাদ আহমদ ও মোঃ নজরুল ইসলাম।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমকে কে এওয়ার্ড দিয়েছে করবি মুসলিম এসোসিয়েশন

স্টাফ রিপোর্টার: সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য, দৈনিক উত্তরপূর্ব'র যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি, চ্যানেল এস এর রিপোর্টার এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমকে ২৪ জুন মঙ্গলবার নর্থাম্পটন শায়ারের ছোট শহর করবি মুসলিম এসোসিয়েশন করবি সেন্ট্রাল মসজিদের হল রুমে এক আনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে রেকগনিশন অফ এচিভমেন্ট (মিডিয়া সেক্টরে) এওয়ার্ড দিয়েছে। করবি মুসলিম এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সাবেক কাউন্সিলর ইউসুফ চৌধুরীর এর কাছ থেকে এ এওয়ার্ড নেন সাংবাদিক শৈশবের প্রেরণা আর প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম শুধু একজন সাংবাদিক নন, বরং তিনি সেলিব্রেটি শেফ- গার্ডেনার,এক আদর্শ সংগঠক এবং সমাজসেবক হিসেবেও পরিচিত। এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ।এই সম্মাননা তার দীর্ঘ পথচলার এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, এই সম্মাননা আমার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আমার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে দিলো।

সাংবাদিক শামীম বলেন, ৩০ বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। ভাল রিপোর্ট করার তাগিদ থাকে সব সময়। ভাল রিপোর্টের পেছনে লেগে থাকার মানসিকতা থাকে। সে কারনে কখনও ভাল হয়। যে কোন পুরস্কার আনন্দের ও গৌরবের। আমাকে করবি মুসলিম কমিউনিটি যে এওয়ার্ড দিয়েছে তাই তাদেরকে ধন্যবাদ জানচ্ছি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন সৎ পথে মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

এসময় অনান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করবি মুসলিম এসোসিয়েশনর সেক্রেটারি করবির সাবেক মেয়র মুজিবুর রহমান, ট্রেজারার আব্দুল খালিক, লিগেল এডভাইসর সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি,ট্রাস্টি সলিসিটর প্রিন্স সাদিক চৌধুরী, বিসিএর প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিইও চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান সহ আর অনেকেই।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর বাংলাদেশের বাড়ি সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ সাদার পাড়ায়।

গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের স্কানথর্প শাখার নতুন কমিটি

রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের স্কানথর্প শাখার নতুন কমিটি রবি বার গঠন করা হয়েছে।

অনুমোদিত কমিটিতে নর্থ বাংলা প্রেসক্লাব ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ শহিদুর রহমান জামালকে ষভাপতি। শাহ আক্কাস আলী কে সাধারণ সম্পাদক ও নর্থ বাংলা প্রেসক্লাব ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আজিজকে কোষাধক্ষ্য করে

১৯ সদস্য করে পাঁচ কার্য্য দিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করতে আহ্বান করা হয়।

কমিউনিটির ইসি (কার্য্যনির্বাহী) অন্যান্য সদস্যরা হলেন এঝঈ ইউকে স্কানথর্পের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মুহিত গাজী, স্কানথর্প বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল খালিক শরিফ উদ্দিন, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মুজিব, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাসুক আলী, স্কানথর্প ফুটবল ইউনাইটেডের ভাইস চেয়ারম্যান রুজিউর রহমান মর্তুজা, আল-ইসলাহ স্কানথর্প চেয়ারম্যান নুরুল হক চৌধুরী, এসি ফুটবল ক্লাব চেয়ারম্যান আখতার চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহসিন খান,ইলিয়াস জাভেদ রাজ, স্কানথর্প বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল নূর, স্কানথর্প বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল মছব্বির, স্কানথর্প আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান, স্কানথর্প বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ইশফাক আহমেদ, স্কানথর্প বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের পাবলিক ও প্রেস সেক্রেটারি মিসবাহ উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শানুর মিয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শিহাব মিয়া, স্কানথর্প আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুহেদ আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে স্কানথর্প, যুক্তরাজ্য: ব্রিটেনের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে (GSC)-এর অধীনে স্কানথর্প শহরে নতুন কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংগঠনটি ১৯৯২সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ কার্য্যক্রম শুরু করে।

প্রায় ১৮ বছর আগে স্কানথর্প শহরে সংগঠনটির প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ কবি ও লেখক প্রবাসী আব্দুল মুহিত গাজী। দীর্ঘদিন পর আবারও স্কানথর্প শহরে নতুন করে কমিটি গঠন করে এঝঈ ইউকে।

সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেছেন, এই কমিটি কমিউনিটির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সিলেটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উন্নয়নে অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কাউন্সিল অফ মস্ক এর উদ্যোগে স্বাস্থ্য মেলা অনুস্টিত

টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের মসজিদ পরিচালনার শীর্ষ সেবা মূলক সংগঠন কাউন্সিল অব মস্ক

এর উদ্যোগে এবং টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সহযোগিতা কমিউনিটি মানুষেরস্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাত্রা ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ব্ল্যান্ড পেসার সম্পর্কে সচেতনকরতে বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) দিনব্যাপী এক স্বাস্থ্য মেলাপূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মেইল হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে টাওয়ার হ্যামলেটের বিভিন্ন সার্ভিসের প্রায় ১২টি স্টল অংশ নিয়ে প্রায় ৫ শতাধিক মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। এ স্বাস্থ্যমেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুল হক, ট্রেজারার সাংবাদিক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাবেক কাউন্সিলর আনসারমুস্তাকিম।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বারকাইন্সিলার বদরুল চৌধুরী, কাউন্সিলর আব্দুল মন্নান নজরুল, সাংবাদিক কে এম। আবু তাহের চৌধুরী সহ এনএইচ এস এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা।

এই স্বাস্থ্য মেলায় বাওয়েল স্ক্রিনিং ও প্রোস্টেট, ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পদ্ধতি, ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা, স্বাস্থ্য সম্মত খাবার সম্পর্কে পরামর্শ, শরীরের ওজন ব্যাবস্থাপনা ওব্যায়াম, মানসিক স্বাস্থ্য ও পরামর্শ, বিভিন্ন বেনিফিট সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়।

মেনোপোজ ও নারীর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সেমিনার

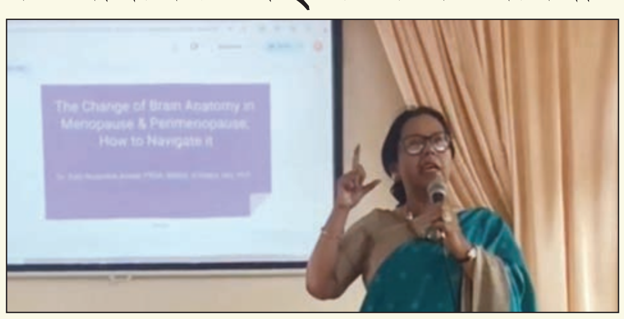

লেডিস কনসর্টিয়ামের উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটসের সিইজি সেন্টারে নারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেনোপোজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কীনোট স্পীকার হিসাবে প্রজেন্টেশন দেন ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার। ডা: জাকি বলেন, নারীদের মেনোপোজে শারীরিক যে পরিবর্তন হয় তা পেরি-মেনোপোজ অর্থাৎ মেনোপোজের সাত আট বছর আগে থেকে শুরু হয়। তাই তখন কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখলে নারীর দেহে মেনোপোজের প্রভাব কম পড়বে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রেজেন্টশনের পর প্রশ্নত্তোর পর্বে উপস্থিত অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং প্রশ্ন করেন। লেডিস কনসর্টিয়ামের কর্ণধার হাফসা ইসলাম সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই সেমিনারের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের স্বাস্থ্যের বিষযগুলো সমাজের আলোতে নিয়ে আসা যাতে নারীরা সম্মান ও সহায়তা পেতে পারেন। অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত থেকে কাউন্সিলার সাঈদা চৌধুরী, কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার ও টাওয়ার হ্যামলেটস-এর সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন এ ধরনের উদ্যোগে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত এতিম শিশুদের পাশে দাওয়াতুল ইসলাম মানবতার টানে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

শুক্রবার, ২০ জুন, পূর্ব লন্ডনের বিগল্যান্ড স্ট্রিটের কেয়ার হাউসে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের অসহায়, দুস্থ এতিম শিশুদের সহায়তায় দাওয়াতুল ইসলামের পক্ষ থেকে৪৪,৯৭৩.৭০ (চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত তিয়াত্তর পাউন্ড) অর্থ সহায়তার একটি চেক ইসলামিক রিলিফ ইউকের সিইও জনাব তোফায়েল সাহেবের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।

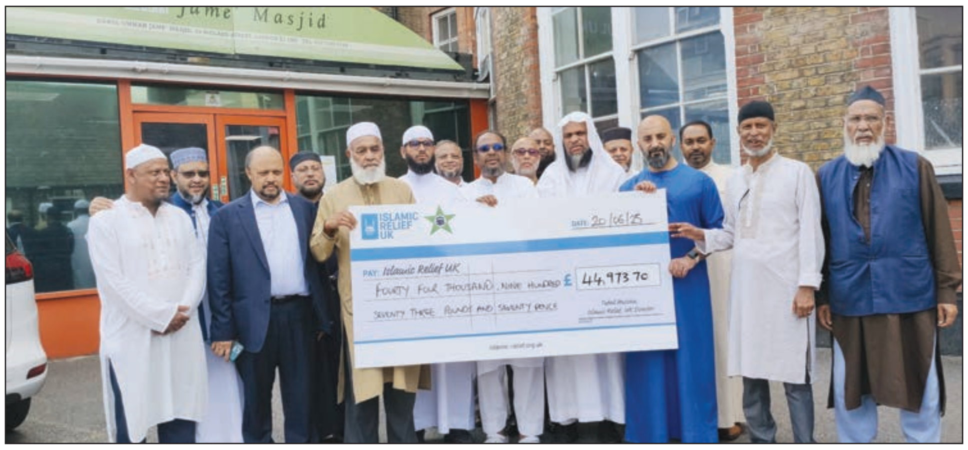

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দাওয়াতুল ইসলামের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্মানিত সেক্রেটারি জনাব মরফত আলী। সূচনা তিলাওয়াত করেন দারুল উম্মাহ জামে মসজিদের খতিব ও প্রধান ইমাম শায়খ কাজি আশিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন দাওয়াতুল ইসলামের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী এবং নায়েবে আমীর হাসান মুহাম্মাদ মঈনুদ্দিন। তাঁরা বলেন, "মানবতার কল্যাণে, বিশেষত ফিলিস্তিনের অসহায় শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে যারা হৃদয় উজাড় করে দান করেছেন - আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই সহযোগিতা শুধু দাওয়াতুল ইসলামের নয়, বরং কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত মানবিক দায়িত্ব পালনের একটি সৌন্দর্য।"

ইসলামিক রিলিফ ইউকের সিইও জনাব তোফায়েল বলেন, "এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিশ্বের নানা প্রান্তে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আসছে। ইসলামিক রিলিফ একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন, যা মানুষের দান ও আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে চলে। দাওয়াতুল ইসলামের এই অনুদান সরাসরি ফিলিস্তিনের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।"

অনুষ্ঠানে দাওয়াতুল ইসলামের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বহু দায়িত্বশীল সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের সবার অন্তর থেকে অংশগ্রহণই প্রমাণ করে - মানবতা এখনো জীবন্ত, হৃদয়ের গভীর থেকে প্রবাহমান।

সবশেষে, দাওয়াতুল ইসলামের সাবেক আমীর, প্রখ্যাত আলেম ও হাফিজ আল্লামা মাওলানা আবু সায়িদ সাহেবের হৃদয়গ্রাহী দোয়ায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

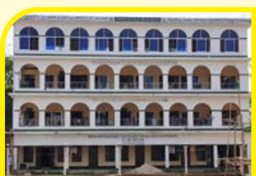
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

লন্ডন মহানগর জমিয়তের ঈদ পুনর্মিলনী ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও কার্য্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ সভা গত রবিবার ২২ জুন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রিয়াজ আহমদের পরিচালনায় আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের কেন্দ্রীয় ও লন্ডন মহানগরের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ জমিয়তের সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম। .বিশেষ অতিথি ছিলেন: হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহ-সভাপতি ইউকে জমিয়ত ও সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী (সুনামগঞ্জ-৩)। হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, সহ-সভাপতি ইউকে জমিয়ত ও সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী (সিলেট-২)। মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, ইউকে জমিয়ত। মাওলানা নাজমুল হাসান, জয়েন্ট সেক্রেটারি লন্ডন মহানগর জমিয়ত ও সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী (সুনামগঞ্জ-৪)।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন:
হাজী মোহাম্মদ খালিছ মিয়া, হাজী মোহাম্মদ লাক মিয়া, হাফিজ জিয়াউদ্দীন, মাওলানা মঈন উদ্দীন খান, মাওলানা কামাল উদ্দীন, মাওলানা জামাল, মাওলানা দিলোয়ার হোসাইন, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ মুমিন আহমদ এবং মোহাম্মদ জামিল আহমদ।

সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

লন্ডন মহানগর জমিয়তের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি আবদুল মুনতাকিম বলেন ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় উপসাগরীয় দেশগুলো এখন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। এই অঞ্চলের বেশ কিছু দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মুফতি আবদুল মুনতাকিম বলেন জাতিগত মুসলিম নিধনে ব্যস্ত একটি বিশ্ব সন্ত্রাসীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ কে শক্ত হাতে রুখে দাঁড়ানোর পরিবর্তে এ মুহূর্তে ইরানের উপর মার্কিন হামলা সমগ্র পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এ হামলার কারণে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা এই মুহূর্তে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। এমন করুণ পরিস্থিতিতে দেশে দেশে, এলাকা এলাকায় যখন সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন সমধিক, এমতাবস্থায় কিছুসংখ্যক অপরিণামদর্শী মানুষকে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি, অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের বিরক্তিকর অবতারণা এবং নিজেদের মধ্যে "মায়নাস পলিসি" জিইয়ে রাখার চেষ্টায় অহর্নিশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, যা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মহত্যার নামান্তর মনে হয়। মুফতি আবদুল মুনতাকিম আরো বলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম শতাব্দীর প্রাচীনতম সংগঠন। অনুসরণীয় পূর্বসূরীদের উত্তরাধিকার বহনকারী একটি আমানত। এমনি একটি মহান সংগঠনের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতির বৈশ্বিক মোকাবেলা সময়ের অপরিহার্য দাবি। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ দাবি পূরণের চেষ্টায় যেসব অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তারা কখনো ইসলামের সত্যিকার বন্ধু হতে পারেনা। বাংলাদেশে জমিয়তের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ বিশেষতঃ মহাসচিব আল্লামা মনজুরুল ইসলাম আফেন্দীর সময়োপযোগী ভূমিকা ও বক্তব্য এ মুহূর্তে হাজারো স্বাধীনতাকামী মানুষের মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত করছে।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আগামী সংসদ নির্বাচনে জমিয়তের সম্ভাব্য প্রার্থীদেরকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানান এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপর জোর দেন।

লন্ডনে বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রয়ডনের আয়োজনে সংবর্ধনা

খালেদ মাসুদ রনি: লন্ডন বরো অফ ক্রয়ডনের নব নির্বাচিত ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলামের সম্মানে সংবর্ধনা এবং ঈদ পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুন রবিবার দুপুরে ব্রিটিশ-বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রয়ডনের আয়োজনে কুইনজ কমিউনিটি সেন্টারের অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাকির হোসেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশন এর মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা সংগঠনের সহ-সভাপতি জুবায়ের কবির।স্বাগতম বক্তব্য রাখেন বি-বি- এ-সির চেয়ারম্যান নেছার আলী- লিলু।

শুরুতেই ডেপুটি সিবিক মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম কে সংগঠনের সদস্যরা ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে বরন করে নেন।

সংবর্ধিত এবং প্রধান অতিথির ব্যক্তব্য রাখেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডক্টর শাহানুর খান, সাবেক সিভিক মেয়র ও কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির, কাউন্সিলর রেওয়ানা ডাইভেছ, কাউন্সিলর জানেট কামবুল, কাউন্সিলর মঞ্জু সায়েল হামিদ, কাউন্সিলর কিরিশনী, কাউন্সিলর-উইলছন, কাউন্সিলর অপু দারমিনদ্র, কাউন্সিলর লাইলা বেন হাসান। কমিনিটির পক্ষে ব্যক্তব্য রাখেন আসমা মতিন, আব্দুল মতালেব মালিক, মামুন রশিদ, আঙ্গুর আলী।

সংবর্ধিত অতিথি ক্রয়ডনের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের দোয়ায আমি ডেপুটি মেয়র এর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন আমার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে জনগণের সেবা করতে পারি।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যে গিয়াস উদ্দিন, ইওয়ার আলী রুনু, শাহীন চৌধুরী, আব্দুর সবুর, জয়নাল মিয়া, জুবায়াদুর, আব্দুল কাদের শাইস্তা, আব্দুস সোবহান, কুটি মিয়া, সাকিল চৌধুরী, আনোয়ারা আলী, মিসেস হুমায়ুন কবির, রোকেয়া বেগম, মিসেস বেলাল, মোহাম্মদ জামান, বিলকুস বেগম প্রমূখ। সংগঠনের চেয়ারম্যান নেছার আলী লিলু উপস্থিতিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপ্তি করেন।

মাওলানা মুজিবুর রহমান মুজাহিদ যুক্তরাজ্য সফরে

মৌলভীবাজার উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে অবস্থিত আনোয়ারা বেগম মহিলা টাইটেল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শায়েখ মাওলানা মুজিবুর রহমান মুজাহিদ এক সংক্ষিপ্ত সফরে আবার যুক্তরাজ্যে এসেছেন। তিনি একজন ইমাম, খতিব, সুবক্তা ও বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক।

তিনি বৃটেনে বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য রাখবেন ও আনোয়ারা বেগম মহিলা টাইটেল মাদ্রাসার উন্নয়নে মত বিনিময় করবেন।

মাওলানা মুজিবুর রহমান মুজাহিদের সাথে ০৭৭৬৭৭৭৪৩৮৪ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ইউনাইটেড ওসমানীনগর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইউকে'-এর আনুষ্ঠানিক অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী

খালেদ মাসুদ রনি: উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো 'ইউনাইটেড ওসমানীনগর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইউকে'-এর আনুষ্ঠানিক অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান।

গতকাল ১৭ই জুন মঙ্গলবার বিকালে পুর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল মাহমুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড ওসমানীনগর ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইউকের সভাপতি কে.এম.এম সুহেবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাবেক সভাপতি আনহার মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক সামাদ হোসাইন মুরাদ, বিশেষ বক্তব্য হিসাবে রাখেন সুয়েজ আহমদ। উদ্যোক্তাদের দাবি-সংগঠনটি মূলত প্রবাসে বসবাসরত ওসমানীনগরের যুব সমাজকে একত্রিত করে সামাজিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে। বক্তাগণ বলেন প্রবাসে থেকেও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

এসময় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি মিনহাজুল আম্বিয়া জাকের, জয়েন্ট সেক্রেটারি হাফিজ শাহ মোজাক্কির আলী, কোষাধ্যক্ষ তানভীর আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শাকের আহমদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ সুমেল আহমদ, জন্নান মিয়া, কার্য্যনির্বাহী সদস্য আব্দুর রহীম ওয়েস, মোঃ সাকিবুর রহমান সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংগঠনের সভাপতি কে.এম.এম সুহেবুর রহমান সমাপনী বক্তব্যে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ওসমানীনগর উপজেলার তরুণ-যুবকদের এক প্লাটফর্মে এসে সমাজ সেবামূলক কার্য্যক্রমে ভুমিকা রাখার জন্য আহবান জানান এবং প্রবীণদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনির সম্মানে ইউকে প্রবাসী বিশ্বনাথ কমিউনিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

শরিফুল ইসলাম : নিউজ২৪ টিভির যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি এবং ইক্বরা বাংলা টিভি ইউকের চীফ রিপোর্টার ও বাংলাপেইজ টোয়েন্টি ফোর ডটকমের সম্পাদক খালেদ মাসুদ রনিকে লন্ডনে প্রবাসী বিশ্বনাথবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্টিং ও প্রেজেন্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ প্রাপ্তির জন্য গত মঙ্গলবার ১৭ জুন বিকালে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ স্কুল হলরুমে এ সংবর্ধনা প্রধান করা হয়। বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক বিশিষ্টজনদের উপস্থিতে অনুষ্টানের শুরুতে সংবর্ধিত অতিথিকে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল এবং ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, খালেদ মাসুদ রনি একজন সৎ এবং সাহসী সাংবাদিক, যিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে প্রবাসের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছেন। তিনি সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলার কারণে নানা সময় নির্যাতিত হয়েছেন। তারপরও দমে যাননি, দেশ এবং জাতির কল্যানে কাজ করে চলেছেন অবিরাম। দেশের শীর্ষ দৈনিক বাংলাবাজার-দৈনিক মানবজমিন ও এটিএন বাংলায় কাজ করেছেন দীর্ঘদিন, কাজের ফলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্টিং ও প্রেজেন্টিং ২০২৪ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তাঁর এই অর্জন পুরো সিলেটের বিশ্বনাথ কমিউনিটির জন্য গর্বের। বক্তারা খালেদ মাসুদ রনি'র বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে সাংবাদিকতা এবং কমিনিটিতে অবদানের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

বিশিষ্ট কমিনিটি ব্যক্তিত্ব আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্ব ও সাবেক ছাত্র নেতা আকলুছ মিয়া এবং বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেস ও পাবলিসিটি সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফাজ্জুল আলমের যৌথ উপস্থাপনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সেল স্পিকার সুলুক আহমদ, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও এক্সপায়ার পাটির চেয়ারম্যান এ কে এম আবুতাহের চৌধুরী, লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জোবায়ের, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাষ্টের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মানিক মিয়া, সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজল হোসেন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মোন্তাকিম, খেলাফত মজলিস ইউকের সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ, বিবিসিসিআই লন্ডন রিজিওনের প্রেসিডেন্ট মনির আহমদ, লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি রহমত আলী ও জনমত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন, আব্দুল কুদ্দুস, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জসিম উদ্দিন সেলিম, মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, শাহ সোহেল আমিন, ফারুক আহমদ, জাকির হোসেন কয়েস, আব্দুর রহিম রজ্জু, আব্দুল ওয়াদুদ সাহেল, আব্দুল রব, মিছবা জামাল, হাফসা ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেক কাউন্সিলার আয়সা চৌধুরী, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সহ-মিছবাহ উদ্দিন, ট্রাস্টের ট্রেজারার আকলাকুর রহমান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মোন্তাকিম ও হাফিজ হোসাইন আহমদ, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ নাইম আহমদ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরী, গোয়াইনঘাট ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড অর্গানাইজেশনের সাধারন সম্পাদক সুফী সুহেল আহমদ, সংগঠক আবদুস সুবহান ফারুক, জসিম উদ্দিন সেলিম, যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী, কদর উদ্দিন, অলংকারী ইউনিয়ন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক মুমিনুর মুরাদ, হাবিবুর রহমান হাবিব, আমির উদ্দিন, ময়ূর মিয়া, অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সেবুল মিয়া, যুক্তরাজ্য যুবদলের সহ-সভাপতি জিতু মিয়া জায়গীরদার, আলঙ্গীর হোসেন, লোকমান হোসেন, মোফাজ্জল হোসেন মনসুর, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, আবদুস সালাম, আসকির আলী, দৌলত হোসেন, সাব্বির উদ্দিন, সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম অভি, এনাম চৌধুরী, শাহ বেলাল, ফজলু মিয়া, রেজাউল করিম মিধা, রুহেল উদ্দিন, আব্দুল বাসিত রফি, জাহাঙ্গীর সিকদার। আজির উদ্দিন, সাইদুর রহমান রাজু, মিজানুল ইসলাম মির্জা, মোঃ আকরাম উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম মামুন, শামসুল ইসলাম, শিপন আহমদ, মিফতাউর রহমান জাহান, কামরান হাসান রাজিব, শরিফ রানা, শেখ মামুনুর রশীদ মামুন, এস রহমান রাব্বি তানবির আহমেদ তারেক, রাহেয়া বেগম, শিরিন বেগম, আশরাফুল আলম, সিতাব আলী, ফজলুল হক প্রমূখ। শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অভিব্যাক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংবর্ধিত অতিথি খালেদ মাসুদ রনি। তিনি বলেন, ব্রিটেনে বসবাসরত প্রবাসী বিশ্বনাথীরা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাদের ভালোবাসায় আমি গর্বিত, আবেগআপ্লুত। তিনি সকলের দোয়া ও সহযোগিতা চান আগামী চলার পথে।

হার্পার কলিন্স থেকে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে কাজী আনিস আহমেদের উপন্যাস 'কার্নিভোর'

স্বনামধন্য ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্স থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কাজী আনিস আহমেদের নতুন উপন্যাস 'কার্নিভোর'। নিউ ইয়র্ক অভিবাসী একজন বাংলাদেশি শেফের অর্থ উপার্জনের এক ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার ঘটনাটি তার লেখায় উঠে এসেছে। এমন একটি পথ যেটি একটি নজিরবিহীন ঘটনাও বটে।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হার্পারকলিন্স জানায়, ৩২০ পৃষ্ঠার 'কার্নিভোর' বইটি আগামী ৩০ জুন প্রকাশ হবে। বর্তমানে বইটি অ্যামাজনে অর্ডার করা যাচ্ছে। এছাড়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অ্যামাজন ছাড়াও যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার বাজারে প্রিন্ট এবং অনলাইন সংস্করণে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি আগামী বছরের মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর আমেরিকায় বইটি প্রকাশিত হবে। এছাড়া ঢাকার বুকওয়ার্ম এবং অন্যান্য দোকানেও ইন্ডিয়ান পেপারব্যাক সংস্করণে পাওয়া যাবে , যার মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা।

বইটির আগাম প্রশংসায় ব্রিটিশ লেখক ওয়াসিম খান বলেছেন, কাজী আনিস আহমেদের লেখা তীক্ষ্ণ.যা তার আখ্যানের অন্ধকার বাঁকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ! খাবারের বিলাসিতা ও রুচির বিকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের ক্রমবর্ধমান শ্রেনীভেদের বীভৎসতা তুলে এনেছেন।

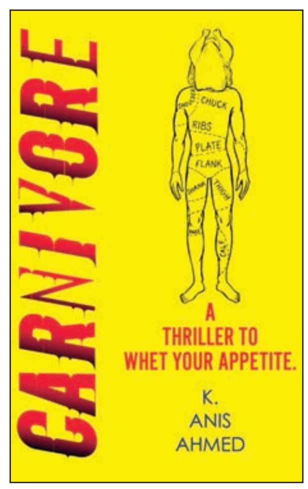

ব্রিটিশ সাংবাদিক নিনা ভদ্রেশ্বর বলেছেন, 'কার্নিভোর একাধারে থ্রিলার, ডায়াস্পোরিক ড্রামা এবং বিলিয়নিয়ার ক্লাবের হাস্যরস সমৃদ্ধ। কাজী আনিসের নায়ক অসহায় ক্যাশ, একজন অভিবাসী বাঙালি, যে ম্যানহাটনের একটি রেস্তোরাঁ চালাচ্ছে, যা অভিনব স্বাদ তৈরি করে - কেবল সে কিছু রাশিয়ানদের কাছে লাখ লাখ টাকা ঋণী। এটা যতটা ভারত, বাংলাদেশ আর উপনিবেশের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠও

লেখক কাজী আনিস আহমেদ ঢাকায় বেড়ে উঠেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। এর আগে তার একটি ছোটগল্প সংকলন, উপন্যাসিকা এবং একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, গার্ডিয়ান/অবজারভার, ফিনান্সিয়াল টাইমসসহ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় লিখেছেন।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

কালোটাকা সাদা না করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত

দেশে কালো টাকা সাদা করার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত. জানাই অন্তর্বর্তী সরকার যে জনমতকে সম্মান জানায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদনে। ২ জুন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বাজেট প্রস্তাবকালে ফ্ল্যাট ও ভবন নির্মাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কালোটাকা সাদা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদনের সময় তা বাদ দেওয়া হয়।

অতীতে এমন সুযোগ বারবার দেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রগুলো বলছে, এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে অপ্রদর্শিত প্রায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা ঘোষণায় এসেছে; অর্থাৎ সাদা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশ থেকে পাচার করা টাকা ফেরত আনার সুযোগ দেওয়া হলেও কেউ এ সুযোগ নেননি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতিবিদেরা বাজেটে কালোটাকা সাদা করার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এর মাধ্যমে সরকার নিয়মমাফিক করদাতাদের প্রতি অবিচার করেছে। এ রকম কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হলে সৎ করদাতারা নিরুৎসাহিত হন।রোববার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ রহিতসহ ২ জুন ঘোষিত বাজেটে আয়কর, শুল্ক, ভ্যাটসংক্রান্ত কিছু পরিবর্তন আনা হয়। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাজেট কার্যকর করা হবে।

চূড়ান্ত অনুমোদনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাব করা হয়েছিল ৮১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। এর অর্থ ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। যদিও ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার ব্যয়ের বাজেট অপরিবর্তিতই থাকছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় শুল্ক-করহারেও কিছু পরিবর্তন করেছে। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি, যাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০ শতাংশ শেয়ার আইপিও বা সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আয়ের সাড়ে ২২ শতাংশ করারোপ করা হয়েছে। তবে ব্যাংক লেনদেনের শর্তে এ হার হবে ২০ শতাংশ।

এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবল তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজের করহার ১৫ শতাংশের স্থলে ১০ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর কর্তনের হার ৮ শতাংশ, ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশের স্থলে কমিয়ে যথাক্রমে ৫ শতাংশ, ৩ শতাংশ ও ২ শতাংশ করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বাজেটটিকে মন্দের ভালো বলা যায়। বাজেট পেশের পর দেওয়া সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টাও বাজেট কিছুটা গতানুগতিক হয়েছে বলে স্বীকার করেছিলেন। এবারের বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, আর আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪৪ হাজার কোটি টাকা। ঘাটতি ২ লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা দেশীয় ও বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিতে হবে। দেশীয় উৎস থেকে বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আর বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিলে তার সুদ গুনতে হবে জনগণকেই।

এবারের ইতিবাচক দিক হলো বাজেট ঘোষণার পর নিত্যপণ্যের দাম খুব একটা বাড়েনি। আর উদ্বেগের বিষয় হলো বাজেট শেষ না হতেই সরকার পরিবর্তন হতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পূর্বাভাস দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষ চার মাস বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকছে না। নতুন সরকার আসবে। তাদের অর্থনৈতিক নীতি ও জনগণের কাছে কী প্রতিশ্রুতি থাকে, তার ওপরও বাজেটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

ইরান কীভাবে দেওয়ালহীন প্রাসাদে পরিণত হলো

ইশফাক ফারহান সিয়াম

ইরানে সম্প্রতি ইসরাইলি আক্রমণে নিহত হওয়াদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরমাণু বিজ্ঞানীর সঙ্গে ইরানি সামরিক বাহিনী ও বিপ্লবী গার্ডের প্রধানও রয়েছেন। হামলার ধরন এবং নিহতদের এই তালিকা একটি শক্ত বার্তা দেয়। তা হলো-ইরানি গোয়েন্দা বাহিনীর অবস্থা যাচ্ছেতাই। ইরানের প্রেক্ষাপটে এ দুজনকেই রাষ্ট্রের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলা যেতে পারে। সর্বোচ্চ নেতা ও প্রেসিডেন্টের পরেই তাদের নিরাপত্তা সবচেয়ে কঠিনভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু দুজনই একই সঙ্গে ইরানের মাটিতেই নিহত হলেন। তাও যদি হামলা একেবারে হঠাৎ করে হতো, একটা কথা ছিল। কয়েকদিন ধরেই তামাম দুনিয়া জানে, ইরানে একটা হামলা হতে পারে। ফলে নিশ্চিতভাবেই এ দুজনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এরকম একটি সময়েও ইরান না তাদের অবস্থান ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ থেকে লুকাতে পেরেছে, না তাদের হামলা থেকে বাঁচাতে পেরেছে।

কয়েক মাস আগে আমরা ইরানের ভয়াবহ গোয়েন্দা ব্যর্থতা দেখেছি। ইরানের প্রেসিডেন্টের জানাজায় অংশ নিতে এসে খুন হন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এটি সবাই জানে, ৭ অক্টোবরের পর থেকেই ইসরাইলি হিটলিস্টে হানিয়া এক নম্বরে ছিলেন। তাই ইরানও হানিয়ার জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে; কিন্তু হানিয়া তার জন্য নির্ধারিত হাই সিকিউরড বাংলোয় নিজের বেডরুমেই খুন হন। মোসাদ এজেন্টরা নাকি হানিয়ার বিছানার নিচেই বোমা স্থাপন করে রেখেছিল। মানে, ওই হাই সিকিউরিটি বাংলোর কোন রুমে হানিয়া থাকছেন, মোসাদ শুধু জানত তাই নয়, বরং সেই রুমে সব তথ্য পাওয়ার সুবিধাও তাদের ছিল।

ইরানের সবচেয়ে বড় প্রক্সি হিজবুল্লাহরও প্রায় একই রকম দশা। ইসরাইলের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই হঠাৎ একদিন হিজবুল্লাহ সদস্যদের অনেকগুলো পেজার একসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়। মোসাদ এতগুলো পেজারে যে বিস্ফোরক স্থাপন করে রেখেছিল, তা হিজবুল্লাহর মতো বিশাল বাহিনীও টের পায়নি।

আরেকটি হচ্ছে তাদের প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর হত্যা। গাজায় যখন হামাসপ্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যা করা হয়, তখন ইসরাইল ভেবেছিল, কোনো এক সাধারণ হামাস যোদ্ধাকে তারা মেরেছে। সিনওয়ারের অবস্থান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।

অন্যদিকে হাসান নাসরুল্লাহর অবস্থান কেবল শনাক্ত করা নয়, বেশ কিছুদিন ধরে তাকে অনুসরণ করছিল মোসাদ গোয়েন্দারা। তিনি কোন টানেলে থাকতেন, সেটিও ইসরাইল জানত। তাকে হত্যার দিন ইসরাইল তার গাড়িকে অনেক দূর থেকে অনুসরণ করে যখন নিশ্চিত হয় যে, তিনি টানেলে প্রবেশ করেছেন, তখনই বাঙ্কার ব্লাস্টার বোমা ফেলে পুরো টানেল গুঁড়িয়ে দেয়। নিহত হন নাসরুল্লাহ।

এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ৭ অক্টোবরের পরে ইরানি গোয়েন্দা ব্যবস্থা কীভাবে বারবার উলঙ্গ হয়েছে, তার একটি চিত্র তুলে ধরা। অথচ ইরানের চিরশত্রু যেখানে ইসরাইল; যাদের গোয়েন্দা সংস্থা পুরো দুনিয়ায় সবচেয়ে চৌকশ; সেখানে ইরানের টিকে থাকার জন্য তো একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক থাকা আবশ্যক। সেটা ছিলও ইরানের। এর আগে ইসরাইলের হাতে ইরানি বেশ কয়েকজন পারমাণু বিজ্ঞানী নিহত হয়েছেন সত্য; কিন্তু কখনোই এত সিনিয়র মিলিটারি জেনারেলরা নিহত হননি। ইরানের সবচেয়ে বড় প্রক্সি হিজবুল্লাহও গোয়েন্দাবৃত্তির দিক থেকে কখনো এত বাজেভাবে ধরাশয়ী হয়নি।

ইসরাইল আর হিজবুল্লাহ ২০০৬ সালে বড় ধরনের যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইসরাইলের চেয়ে বরং হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সংস্থাই বেশি চমক দেখিয়েছিল। ইসরাইল অনেক চেষ্টা করেও নাসরুল্লাহর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি তখন। বরং হিজবুল্লাহই এক ইসরাইলি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাহলে কী এমন হলো এই কয়েক বছরে, যার ফলে ইরান ও হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সংস্থা এরকম নাজুক অবস্থায় পড়ে গেল? আমি এখানে এর বাস্তব বা কৌশলগত অবস্থাটি তুলে ধরছি।

গত দশকের শুরুর দিকে আরব বসন্তের যে ঢেউ শুরু হয়, তা আরও অনেক দেশের মতো তা এসে লাগে সিরিয়া ও ইয়েমেনে। এ দুটি দেশই ইরানের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল সিরিয়ার আসাদ সরকারকে টিকিয়ে রাখা। অন্যদিকে ইয়েমেনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইরানের সামনে সুযোগ আসে শিয়া গোষ্ঠীগুলোকে ক্ষমতাবান করা, যাতে সে তার আরেক শত্রু সৌদি আরবকে শক্তভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে একেবারে সৌদির সীমান্ত থেকে। কিন্তু দুটির একটি কাজও সহজ ছিল না।

সিরিয়ার বিদ্রোহীরা একপর্যায়ে আসাদ সরকারকে ফেলে দেওয়ার একেবারে কাছাকাছি চলে যায়। আলেপ্পোসহ সিরিয়ার বেশির ভাগ শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। ফলে ইরান একেবারে বেপরোয়া হয়ে যায় আসাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রক্সি ফোর্স হিজবুল্লাহকে আসাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠায়। অবশেষে আসাদ সরকারকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয় ইরান। অন্যদিকে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথিরা যখন ব্যাপকভাবে জয়ী হওয়া শুরু করে, তখন সৌদি বলয়ের আরব রাষ্ট্রগুলো চিন্তিত হয়ে পড়ে। সৌদি ও আরব আমিরাতের বিমানবাহিনী একদিকে ইয়েমেনের শিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকায় লাগাতার বোমা হামলা করে, অন্যদিকে হুথিবিরোধী গ্রুপগুলোকে অস্ত্র ও রসদ সববরহ করা হয়। ফলে ইয়েমেনে তার প্রভাব টিকিয়ে রাখতে ইরানও ব্যাপকভাবে হুথিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে।

এ দুই দেশে ইরানের যুদ্ধ বেশ কয়েক বছর ধরে চলে। পুরোটা সময়ই ইরান তার বেশির ভাগ সামরিক বাহিনী-সম্পদ-গোয়েন্দা সংস্থা ও মনোযোগ সেখানে ব্যয় করে। স্বাভাবিকভাবেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরাইলের প্রতি মনোযোগ ব্যাপকভাবে কমে যায়। আমার ধারণা, ইসরাইল এ সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে। ইরানের সরে যাওয়া মনোযোগের সুযোগ নিয়ে মোসাদ উভয়ের (ইরান ও হিজবুল্লাহ) ভেতরেই ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে। আর মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় ইরানিরা পৃথিবীর সবচেয়ে চৌকশ গোয়েন্দা সংস্থার এই অনুপ্রবেশ যথাযথভাবে ধরতে পারেনি।

আস্তে আস্তে মোসাদ গোয়েন্দারা বহু হাই সিকিউরড জায়গায় পৌঁছে যায়। ফলে আজ ইরান ও হিজবুল্লাহ গোয়েন্দা ক্ষেত্রে এরকম দুরবস্থায় পড়েছে।

ইসরাইল অনেক আগে থেকেই এসব জায়গায় কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস। তারা শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিল। এমনটাও হতে পারে, মোসাদ এখনো তার খেল দেখানো শেষ করেনি। ইরানের সঙ্গে যদি ইসরাইলের সত্যিকার যুদ্ধ লেগে যায়, তাহলে হয়তো এর চেয়েও ভয়াবহ ব্যর্থতা দেখা যেতে পারে ইরানের পক্ষ থেকে।

চোরাই পণ্যে সয়লাব সিলেট

চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে বিজিবির কড়াকড়ি। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা কার্যক্রম। তার পরও প্রায় প্রতিদিনই জব্দ হচ্ছে কোটি টাকার চালান। অর্থাৎ থামছে না চোরাকারবার।

বিজিবি সিলেট সদর দপ্তরের আওতাধীন ৪৮ ও ১৯ ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ১৮ মাসে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়েছে। সিলেটের স্থানীয় বাজারে বিপুল পরিমাণ চোরাই পণ্য প্রবেশ করায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন স্থানীয় উদ্যোক্তা ও আমদানিকারকরা। চোরাইপথে আসা পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমদানিকারকরা পথে বসার উপক্রম হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

সিলেট জেলার তিন দিকে ভারত সীমান্ত। আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের সঙ্গে থাকা সীমান্ত এলাকার বেশির ভাগ অংশই দুর্গম। যে কারণে চোরাকারবারিরা চোরাচালানের জন্য এ দুর্গম সীমান্তকেই বেছে নিয়েছে। যদিও চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিজিবি। দিনের পাশাপাশি রাত্রিকালীন টহলও বাড়ানো হয়েছে। এরপরও বেপরোয়া চোরাকারবারিরা। চোরাইপণ্যে লাভ বেশি হওয়ায় কোটি কোটি টাকার চালান ধরা পড়ার পরও দমছেন না কারবারিরা। এক সময় সিলেট সীমান্ত দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গরু-মহিষ ও চিনি আসত। গত প্রায় দুই বছর থেকে চোরাকারবারিরা গরু-মহিষ ও চিনির

সঙ্গে ঝুঁকেছেন ভারতীয় কাপড় ও কসমেটিক্স চোরাচালানে।

সূত্র জানায়, চোরাইপণ্য প্রথমে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় মজুদ করা হয়। এরপর সুযোগ বুঝে আনা হয় সিলেট শহরে। সম্প্রতি কালিঘাটের দুটি প্রতিষ্ঠানের গুদামে সেনাবাহিনী ও বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে কয়েক কোটি টাকার ভারতীয় কাপড় ও কসমেটিক্সসহ বিভিন্ন ধপ্রণর ভারতীয় পণ্য জব্দ করে। সিলেটে সর্বশেষ ভারতীয় চোরাইপণ্যের চালান জব্দ হয় গত মঙ্গলবার। জৈন্তাপুরের হরিপুরে একটি ট্রাক তল্লাশি করে চালুচাপা অবস্থায় প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকার ভারতীয় কাপড় ও কসমেটিক্স জব্দ করে সেনাবাহিনী ও বিজিবি। বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় বছরে সিলেটে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালে বিজিবি সিলেট সেক্টর ২২০ কোটি ৬৫ লাখ ৫৩ হাজার ৮৮৫ টাকার পণ্য জব্দ করে। আর চলতি বছরের ছয় মাসে প্রায় ২০০ কোটি টাকার চোরাইপণ্য জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজিবি সিলেট সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী।

বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান, সীমান্তে চোরাচালানরোধে বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা সর্বোতভাবে অব্যাহত রয়েছে। যে কারণে সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে প্রায়ই বিপুল পরিমাণ চোরাইপণ্য জব্দ করা হচ্ছে।

বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার জানান, চোরাচালানরোধে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাদের সচেতন করতে ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে আগামী মাসে কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

কুলাউড়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মহিউদ্দিন।

সভায় ইউএনও দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠনে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বিশেষভাবে প্লাস্টিক দূষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্লাস্টিক বর্জন এবং যথাযথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির তাগিদ দেন।

তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা যেনো তাদের দোকানের ময়লা-আবর্জনা যেখানে-সেখানে না ফেলে বরং পৌরসভার নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলেন-এটি নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইফতেখার হোসেন ভূঁইয়া, বন বিভাগের গাজীপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুল আহাদ, ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান মনির, হেলাল আহমদ ও নুর আহমদ চৌধুরী বুলবুল, কুলাউড়া প্রেসক্লাব সভাপতি এম শাকিল রশীদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক খালেদ পারভেজ বখশ, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আখই, সাংবাদিক আজিজুল ইসলাম ও মইনুল হক পবন প্রমুখ। সভাশেষে একটি র‍্যালি উপজেলা পরিষদ এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

শান্তিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, শিক্ষার্থীসহ আহত ৫

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা-মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মিলন মিয়া (৩০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী মিলনের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মিলন মিয়া টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

বুধবার (২৫ জুন) দুপুর ১টায় উপজেলার জয়কলস ব্রিজ সংলগ্ন সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে৷ এতে আরও এক স্কুল শিক্ষার্থী গুরুতর আহত সহ ৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মদনপুর গ্রামের কামরুল ইসলাম (১৪), শেখ সাদ (১১), জনি (১৪), মুরছালিন আহমদ (১৫), মার্জিয়া বেগম (৩৩)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুর ১টার দিকে জয়কলস ব্রিজ সংলগ্ন সিলেট- সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে সুনামগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী ইটবাহী ট্রাকের (সিলেট ড-১১-২২৪২) সাথে সুনামগঞ্জগামী মোটরসাইকেল (সুনামগঞ্জ-ল ১১২১৫৫) ও অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়৷ এতে মোটরবাইক আরোহী মিলন মিয়াসহ ৫ জন আহত হন। এরমধ্যে স্থানীয়রা মিলন মিয়া সহ ৩ জনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন এবং অন্য আহতরা শান্তিগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এরমধ্যে মোটরসাইকেল আরোহী মিলন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো জব্দ করা হয়েছে৷ নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কুলাউড়ায় ৩০০ উপকারভোগী পেলেন গৃহস্থালি ও স্বাস্থ্যসামগ্রী

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মধ্য ও দক্ষিণ বাংলাদেশ শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (বিডি০৪০৬)-এর উদ্যোগে ৩০০ জন উপকারভোগীর মধ্যে গৃহস্থালি ও স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ জুন) উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের চার্চ অব গড লুমডনবক মিশন চত্বরে কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হান্স ব্যাচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় তালুকদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আবুল বাসার। বক্তব্যে তিনি বলেন, "এ ধরনের উদ্যোগ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।"

সমাজকর্মী উর্মিমালা রিছিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালনা কমিটির সদস্য মারশিফুল আমলেনরং, প্রজেক্ট ম্যানেজার পিউস পংস্না, হিসাবরক্ষক এডেন্টিনা লামিন, সমাজকর্মী মিখায়েল নংরুম, টিউটর রিবিকা ব্যাপারী, সৌরভ তপ্ন, মুক্তি চিসিম, রাহেল মুন্ডা, অভিষেক লংডংকিরি, হান্না মুন্ডা, সিএসপি ইমপ্লিমেন্টর আলমিনা খংটাংকুট ও ইউরেকা লাংছিয়াং।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেক উপকারভোগীর মধ্যে একটি করে টেবিল, চেয়ার, বালতি, কাপড় কাচার সাবান, গোসলের সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট বিতরণ করা হয়। এসব পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জানান, এই সহায়তা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করবে।

বিএনপি নেতার বিতর্কিত কর্মকান্ড

জালিয়াতির আশ্রয়ে আত্মসাত করলেন সরকারি হাওররক্ষা বাঁধ প্রকল্পের প্রায় ১৬ লাখ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ দু'জনের নাম ও স্বাক্ষর জাল করে সরকারি হাওররক্ষা বাঁধ প্রকল্পের পৌণে ১৬ লাখ টাকা কারসাজি করে আত্মসাত করেছেন উপজেলা বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিন ওরফে এনামুল হক। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজার ইউনিয়নের চাউলির হাওররক্ষা বাঁধ প্রকল্পে এমন ঘটনা ঘটেছে। গত ১৫ জুন রোববার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছেন কথিত বাঁধ প্রকল্পের দু'জন সদস্য। অভিযোগকারীরা হলেন, ১৭ নম্বর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সদস্য, উপজেলার জাউয়াবাজার ইউনিয়নের জাউয়া গ্রামের মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে আবুল খায়ের ও মৃত সাজুর আলীর ছেলে শোয়েব আহমদ।

অভিযোগসুত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো-২)'র তত্বাবধানে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)'র অনুকূলে ছাতক উপজেলার চাউলির হাওরের বিনন্দপুর, কোনাপাড়া, বড়বিল এলাকায় প্রায় ১৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯৭১ মিটার ডুবন্ত বাঁধ সংস্কার ও মেরামত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

আবুল খায়ের ও শোয়েব আহমদ পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন, 'প্রকল্প সম্পর্কে আমরা মোটেও অবগত নই এবং এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রেও আমরা স্বাক্ষর করিনি। উপজেলা বিএনপি নেতা নিজ স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে ১৭নং প্রকল্প কমিটিতে ৪ ও ৫নং সদস্য হিসেবে আমাদের নাম দেখিয়েছেন। এ প্রকল্পের কোন বৈঠকেও আমরা অংশ নেইনি অথবা কোন প্রকারের বিল-ভাউচারেও আমরা স্বাক্ষর করিনি। এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ ইদানিং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উক্ত প্রকল্পে দূর্নীতির সাথে আমাদের নাম দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।'

তারা বলেন, 'এ প্রকল্পের কমিটিতে সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন কয়েছ আহমদ পীর এবং সদস্য সচিব হিসেবে কৃষক পরিচয়ে দেখানো হয়েছে উপজেলা বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিন ওরফে এনামুল হকের ফার্মেসী ব্যবসায়ী ছেলে এহসানুল হককে। ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ইমাম কৌটায় ৬নং সদস্য হিসেবে নাম রয়েছে উপরোক্ত বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিন ওরফে এনামুল হকের তৃতীয় ছেলে রেদওয়ানুল হক ফাহিমকে। বাস্তবে কোনদিনও তিনি কোন মসজিদের ইমামতি করেননি। অন্য ৪ জন সদস্যের মধ্যে আমরা দু'জন ছাড়াও রয়েছেন সুমন জাকারিয়া পীর ও ইউপি সদস্য আমতর আলী। এদের প্রত্যেকের বাড়ি স্থানীয় জাউয়া গ্রামে।'

অভিযোগপত্রে তারা আরো উল্লেখ করেন, 'বাস্তবে প্রকল্পের কোন কাজ হয়েছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া প্রকল্পটি যেহেতু আমাদের গ্রাম এলাকায়, তাই কোথাও কোন মাটিভরাটের দৃশ্যও আমাদের চোখে পড়েনি।'

এ বিষয়ে প্রকল্প সভাপতি কয়েছ আহমদ পীর সদস্যদের অভিযোগ সত্য নয় দাবি করে বলেন, 'কি অভিযোগ করা হয়েছে জানি না। আমার জানামতে যারা অভিযোগ করেছেন তারা সবকিছু জানেন এবং সকল কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।'

ছাতক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, 'রোববার সরকারি কাজে আমি সুনামগঞ্জে ছিলাম। তাই অভিযোগগুলো দেখা হয়নি। দাখিলকৃত অভিযোগ দেখে তদন্তসাপেক্ষ যদি কেউ দোষী হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

উপজেলা বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিন ওরফে এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি হাওররক্ষা বাঁধ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সম্পর্কে জেলা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল হকের কাছে (০১৭১২-৫১৬৫৩৭) জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি আমরাও দেখেছি। অভিযোগের বিষয়টি যদি সত্য হয়, তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আমরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো। এ ব্যাপারে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।'

উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ফরিদ উদ্দিন (০১৭১২-৯৮৫১৫৮) বলেন, 'কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেই তো আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি না। আগে তদন্ত হউক, তারপর দোষী প্রমাণিত হলে আমরা দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেবো। আমি এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

প্রকল্প সদস্য ইউপি মেম্বার আমতর আলী (মোবাইল নং-০১৭১১-৯১০১১৬) জানান, 'প্রকল্প কমিটির শুরুতে উপজেলা বিএনপি নেতা এনাম উদ্দিন ওরফে এনামুল হক আমার নিকট থেকে আমার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি নিয়েছিলেন। পরে আর কিছু জানি না। কথিত প্রকল্পটি আমাদের ওয়ার্ড এলাকায় বিধায় বাধ্যতামুলক প্রকল্পে একজন ইউপি সদস্য রাখতে হয়, এজন্য আমার নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।'

অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এসব অভিযোগ হলেও অভিযুক্তদের কিছুই হবে না। কারণ তারা উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের 'ম্যানেজ' করে সকল অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যাবেন। অতীতেও এমন ঘটনার অহরহ প্রমাণ রয়েছে।

এলাকার সাদারণ মানুষের বক্তব্য যে এনাম উদ্দিনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপির অনেক নেতা কর্মী তাকে সমর্থন করছেন না এবং বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

তারা বলছে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসার আগে তিনি তার পদের অপব্যবহার করে থাকেন, তাহলে বিএনপি ক্ষমতায় এলে তিনি কী করবেন?

শ্রীমঙ্গলে হেলথ এসিস্টেন্টদের অবস্থান কর্মসূচি পালন

৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে হেলথ এসিস্টেন্টরা।বাংলাদেশ হেলথ এসিস্টেন্ট এসোসিয়েশন শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার আয়োজনে আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসোসিয়েশনের শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখার সভাপতি দুলন চন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান ও জেলা কমিটির নেতা আতাউর রহমান।

এ সময় বক্তারা বলেন, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারীদের নিয়োগবিধি সংশোধন, ইন সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ ও টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদানসহ ৬ দফা দাবিতে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। দাবি না মানা হলে প্রয়োজনে সেবা প্রদান বন্ধ রাখবেন।

অটোরিকশা উল্টে যুবক নিহত

সিলেটে সড়কে থাকা গরুকে বাঁচাতে গিয়ে সিএনজি অটোরিকশা উল্টে প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ সড়কের এয়ারপোর্ট থানাধীন সিঙ্গারচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান (৩৫) সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার হাদারপাড় দমদমা হাওর এলাকার কবির আহমদের ছেলে। দুর্ঘটনায় সাইদুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি সৈয়দ আনিসুর রহমান।

ওসি জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে সিঙ্গারচর এলাকায় সড়কের উপরে থাকা একটি গরুকে বাঁচাতে গিয়ে আকস্মিক ব্রেক কষেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক।

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA

পরিবার-এর সংজ্ঞা বদলে যাওয়াতে বলি হচ্ছেন কারা?

পরিবার শব্দটির আইনগত সংজ্ঞা পাল্টে যাচ্ছে সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে। আগে আমরা পরিবার বলতে বুঝতাম একজন ঔরসজাত পিতা আর একজন গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে যে পরিবার হয় সেটিকে। সাহিত্যে বা রোজকার কথনে 'মা' শব্দটি উচ্চারিত হলেই বলা হত 'গর্ভধারিণী মা'। তবে বর্তমান সমাজে শুধুমাত্র এই সংজ্ঞাটি দিলে আপনার সংজ্ঞাটি 'politically incorrect' হবে। রাজনৈতিক বা আইনগত সংজ্ঞা অনুযায়ী এখন আর বাবা মা বলতে ঔরসজাত বাবা আর গর্ভধারিনী মাকে বোঝায় না। এ যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছে পৃথিবী। দু'জন পুরুষের যুগল বা দু'জন নারীর যুগল থেকে নানা উপায়ে আজকাল পরিবারের ডালপালা বিস্তার লাভ করছে।

এই পরিবর্তিত ধারণার সাথে সাথে আমাদের কল্পনা শক্তির যা গতি তার চাইতেও দ্রুত গতিতে অনেকের জ্ঞানের আড়ালে বেড়ে চলেছে অনেকের ভাষায় এক ধরনের শিশু ব্যবসা। বেড়ে চলেছে নানা ধরনের, নানা উপায়ের সারোগেট শিশুর সংখ্যা। সারোগেসি অর্থাৎ নিজের জন্যে নয় অন্যের জন্যে গর্ভে সন্তান ধারণ এখন একটি ক্রমবর্ধমান গ্লোবাল ট্রেড হিসাবে বিস্তার লাভ করছে।

অতীতে যেসব সারোগেসি হত সেগুলোতে যে নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করতেন তাদের নিজস্ব ডিম্বানু ব্যবহার করা হত যেমনটি দেখানো হয়েছিল ভারতীয় হিন্দী 'দুসরি দুলহান' মুভিতে। কিন্তু বর্তমানে সে ধরনের সারোগেসির সংখ্যা কমে আসছে। বর্তমানে যে ধরনের সারোগেসি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তা হচ্ছে, জেস্টেশনাল সারোগেসি অর্থাৎ অচেনা একজন নারীর ডিম্বানুর সাথে অন্য আরেকজন পুরুষের শুক্রাণু মিলিয়ে ভ্রূণ তৈরি করে সেই ভ্রূণ সারোগেট নারীর দেহে প্রবেশ করানো হয় যে ক্ষেত্রে ভ্রূণের সাথে ঐ সারোগেট নারীর কোনো জেনেটিক সম্পর্ক থাকেনা। এ যেন একজন নারীর শরীরের ভেতরটা একটি অফিস কক্ষ আর সেটি ভাড়া নেওয়ার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষয়টি। অর্থাৎ সারোগেট নারীর দেহ ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য একটা দম্পতির জন্যে - সেই দম্পতি হতে পারেন পুরুষ ও নারী অথবা দু'জন পুরুষ। অফিস কক্ষ কিছুদিন ভাড়া নিয়ে অফিস ছেড়ে চলে গেলে অফিসের কোনো স্থায়ী পরিবর্তন হয়না কিন্তু একজন নারীর শরীর কি তা-ই? গর্ভধারণের দীর্ঘ সময়ে একজন নারীর শরীরের যে পরিবর্তন হয়, তাঁর শরীরের নির্যাসটুকু শুষে নিয়ে ভূমিষ্ঠ শিশুটিকে নিয়ে গেলেই কি তার শরীর আগের মত হয়ে যায়?

প্রশ্ন হচ্ছে এর চাহিদা হঠাৎ ক'রে এত বেড়ে যাচ্ছে কেন? কেন এই শিশু ব্যাবসা বিশ্বব্যাপী এত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে?

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে,

ইউক্রেনের একটি ক্লিনিকে নবজাতক সারোগেট শিশুদের চিত্র

একই লিঙ্গের দুই পুরুষ যুগলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। বৃটেনে যেসব যুগল এই উপায়ে সন্তান নিচ্ছেন তাঁদের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগই দুই পুরুষের যুগল। দুই পুরুষের যুগল হলে একজনের শুক্রাণু এবং কোনো নারী ডোনারের ডিম্বানু ব্যবহার ক'রে ভ্রূণ তৈরি ক'রে সারোগেট নারীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। দ্বিতীয়ত কর্মজীবি অনেক নারী সন্তান নেওয়াকে পিছিয়ে দেন এবং পরে অনেকের মধ্যে ইনফার্টিলিটি দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১৭.৫% নারী ইনফার্টিলিটিতে

ভুগছেন, অর্থাৎ প্রতি ছ'জনে একজন ইনফার্টিলিটিতে ভুগছেন। এদের ক্ষেত্রে যদি IVF চিকিৎসা কার্যকরী না হয় তখন তারা সারোগেসির দিকে আকৃষ্ট হবেন। তৃতীয়ত: সেলিব্রিটি যারা এতই ধনী যে তাঁরা অন্য এক ফ্যান্টাসি জগতে বাস করেন - তাঁরাও বেছে নেন এই সারোগেসি বাণিজ্যকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনাঢ্য মডেল প্যারিস হিল্টন ও কীম কার্ডাশিয়ান - তাঁরা সবাই এই সারোগেসি বাণিজ্যের মাধ্যমেই সন্তান লাভ করেন, নিজেদের সন্তান গর্ভধারণের মাধ্যমে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে সারোগেসির আধুনিক প্রযুক্তি থাকায় এবং সারোগেসি আইন বেশ শিথিল হওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়া এখন বিশ্বের সারোগেসি ক্যাপিটেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর একশোরও বেশী দেশ থেকে ক্যালিফোর্নিয়াতে সারোগেসির জন্যে মানুষ এসেছে এবং এই উপায়ে জরায়ু ভাড়া নিয়ে শিশু কিনে নিয়েছে বললে শুনতে খারাপ লাগলেও খুব বেশী ভুল বলা হবেনা। যুক্তরাষ্ট্রের একজন ডাক্তার সম্প্রতি জানিয়েছেন এটি এত দ্রুত বিস্তার করছে যে তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে কম করে হলেও আট হাজারটি সারোগেট সাইকেল সম্পন্ন করেছেন। ১৯৯৮ সালে বিশ্বে প্রথম দুই পুরুষ যুগলের জন্যে সারোগেসি সাইকেল সম্পন্ন করা হয় ক্যালিফোর্নিয়াতে। বর্তমানে সারোগেসির জন্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি যুগল ১০০ থেকে ১৫০ হাজার ডলার ব্যয় করেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় এজেন্ট, আইনজীবী, ডাক্তার, নার্স ও ব্যবস্থাপকদের পিছনে। সবার খরচ মিটিয়ে একজন সারোগেট নারী পেয়ে থাকেন প্রায় ৩০ হাজার ডলার। তবে প্রথমবার এই পদ্ধতি সফল হলে দ্বিতীয়বারের সারোগেসিতে ঐ নারী কিছুটা বেশী অর্থ হাতে পান।

মানুষের কল্পনার চাইতে দ্রুত গতিতে এই সারোগেসি বাণিজ্য কিভাবে এবং কেন দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হল?

আজকাল অফ সিজনে অনলাইনে তুলনামূলক কম দামে বিমানের টিকেট কেনার সুযোগ ও অনুন্নত দেশে সস্তায় সারোগেট নারীর প্রাপ্যতা - সব কিছু মিলিয়ে সারোগেসি দ্রুত একটি গ্লোবাল বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। এই বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে নানা ফটকাবাজ মুনাফালোভী এইজেন্ট। গোটা বিশ্বে এ পর্যন্ত কতজন সারোগেট শিশু জন্ম নিয়েছে তার সঠিক সংখ্যা বের করা কঠিন, কারণ হাতে গোণা কয়েকটি দেশ ছাড়া সব দেশ থেকে ড্যাটা পাওয়া যায়না। তবে সারা বিশ্বে সারোগেট শিশুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০২২ সালে বিশ্বে ১৫ বিলিয়ন ডলারের এই ধরনের শিশু বাণিজ্য হয়েছে এবং আগামী ১০ বছরে এর পরিমাণ ১৪০ বিলিয়নে পৌঁছুতে পারে।

পৃথিবীর সব দেশে আইন বা সামাজিক অনুভূতি এক নয়। যেমন জর্জিয়া, ইউক্রেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে অর্থের বিনিময়ে সন্তান ধারণকে বৈধ গণ্য করলেও এ ধরনের বাণিজ্যিক সারোগেসি বহু দেশে আইন বহির্ভূত, যেমন, চীন, জার্মানি, তুরস্ক, ফ্রান্স ও ইটালী। তাই এসব দেশে কেউ সারগেসি পদ্ধতিতে সন্তান চাইলে ভ্রমণ করতে যান অন্য দেশে যেখানে সারোগেসি সম্ভব।

পৃথিবীর বহুদেশে এই সারোগেসি বাণিজ্যকে অমানবিক ও

শিশু পাচারের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। সম্প্রতি ইটালীতে কনজারভেটিভ রাজনৈতিক দল এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও অনেকে এটিকে অর্থনৈতিক লাভের যুক্তি দেখাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও ভারত ছিল সারোগেসির জন্যে একটি জনপ্রিয় দেশ, কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার বলছে, তারা আর বিদেশীদের জন্যে সারোগেসি বাণিজ্যের অনুমতি দেবে না। তারপর থাইল্যান্ড ও লাউসের দিকে এই বাণিজ্য প্রসারিত হয়।

থাইল্যান্ডে সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি না থাকলেও অবৈধ উপায়ে এই বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন দেশে আইনের ভিন্নতা বহু অর্থলোভী মুনাফাখোর এইজেন্টদের জন্যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের এক সুবর্ণ সুযোগ ক'রে দিয়েছে। আর এই অনিয়ন্ত্রিত সারোগেসি বাণিজ্যতে ঝুঁকি ও ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন নারীরা।

আগ্রহী যুগলরা সারোগেসি সুবিধে পেতে অন্য দেশে যাওয়ার কারণ শুধুই কি আইনী বাধা? না, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়টিও জড়িত রয়েছে।

এই শিশু বাণিজ্যের পেছনে খরচ হয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে খরচ পড়ে সর্বনিম্ন ১০০ হাজার ডলার, সেখানে গ্রীসে এর খরচ পড়ে ৮০ হাজার ডলার আবার জর্জিয়াতে খরচ পড়ে ৪০/৫০ হাজার ডলার। এভাবে সারোগেসি যেন এক শিশু কেনার বাজারের দর কষাকষির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশেই লভ্যাংশের বড় অংশটি চলে যায় এইজেন্টদের পকেটে। বহু ক্ষেত্রে অল্প মূল্যে বিকিয়ে দেওয়া হয় একজন নারীর শরীরকে, বিশেষ ক'রে এর স্বীকার হন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা।

আমরা অনেকেই হয়তো জানিনা, ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইউক্রেনকে বলা হত সারোগেসি হাব। ইউক্রেনে বিদেশীদের সারোগেসিতে কোনো আইনী বাধা ছিল না। তাছাড়া সেদেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আই ভি এফ ক্লিনিক এবং জনবহুল একটি দেশ হওয়াতে ইউক্রেনে সারোগেট নারীর প্রাপ্যতা নিয়েও সমস্যা ছিল না। চীন, বৃটেন, জার্মানি, ইটালী, বুলগেরিয়া ও ফ্রান্সের বহু শিশুদের গর্ভে ধারণ করেছে ইউক্রেনের নারীরা। কেবলমাত্র একটি দেশ ইউক্রেনেই যুদ্ধের আগে প্রতি বছর বিদেশীদের জন্যে আড়াই হাজার সারোগেট শিশুর জন্ম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকই ছিল চীনা শিশু কারণ চীনে সারোগেসি একেবারে অবৈধ।

কিছু কিছু দেশ যেমন লাউস, গুয়েতেমালা, কেনিয়া - এসব দেশ যেখানে আইন খুবই অস্পষ্ট সেসব দেশে সারোগেসি বাণিজ্য চলছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে যেখানে সারোগেট নারীদের কোনো ধরনের রক্ষাকবজ নেই। ফলে তারা শোষণের স্বীকার হচ্ছেন প্রচন্ডভাবে। এই সারোগেট নারীদের যদি কোনো কারণে এবর্শন বা গর্ভপাত হয়ে যায় তাহলে তাদের আর কোনো অর্থই দেওয়া হয় না। এই সুযোগটি নিয়ে কেনিয়া সহ বেশ কয়েকটি আফ্রিকার দেশে অর্থলোভী এইজেন্টরা বুকিং মানি পকেটে নিয়ে সারোগেট নারীদের মাঝ পথে ভয় দেখিয়ে গর্ভপাত করিয়ে একটি কানা কড়িও না দিয়ে বিদায় করে দেয়। সম্প্রতি এক অনুসন্ধানী সাংবাদিক দেখিয়েছেন কিভাবে নাইরোবির কাছে ডানডোরা অঞ্চলে লেখাপড়া না জানা সুবিধেবঞ্চিত বহু নারী এই দুর্ভাগ্যের স্বীকার হয়েছেন এবং কিভাবে বহু নারী গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেয়ে বাকী জীবনের জন্যে শারীরিক ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছেন। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে এই অর্থলোভী দালালরা গর্ভপাত করানোর পরে গর্ভের মৃত শিশুটির অংশবিশেষ শরীরের মধ্যে রেখে দিয়ে চিকিৎসা ছাড়াই অনেক দরিদ্র সারোগেট নারীকে বিদায় ক'রে দিয়েছে। আফ্রিকার বহু দেশ যেখানে প্রসব সংক্রান্ত মৃত্যু ও প্রসব সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার হার (maternal mortality & morbidity) বেশী সেসব দেশে সারোগেট নারীদের জীবনে নেমে আসে বাড়তি দুর্ভোগ।

বাস্তবতা হল সমাজ বিবর্তনের এই নতুন ধারা যেখানে নারী পুরুষের যুগলের বাইরেও নানা ধরনের পরিবারের নানা ধরনের সংজ্ঞা রয়েছে সেখানে কারো পছন্দ হোক আর না-ই হোক সারোগেট বাণিজ্য বেড়েই চলবে - এই সারোগেসিকে কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবেনা। কাজেই অবধারিত ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং কিভাবে নারীর শারীরিক ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায় তার জন্যে বিশ্বব্যাপী নারীবান্ধব আইনের প্রয়োজন।

সারোগেসি একটি গ্লোবাল বাণিজ্যে পরিণত হলেও দেশ ভেদে আইনের ভিন্নতা দূর করা এতটা সহজসাধ্য কাজ নয়। যেমন বৃটেনে যুগলরা সারোগেট শিশুদের আইনি মালিকানা বা আইনী অধিকার পেতে গেলে ছ'মাস সময় দিতে হয়। এর মধ্যে যে কেউ ঐ শিশুর মালিকানা হারাতে পারেন। বৃটেনে সারোগেট নারীদের অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টিও এখনো সুস্পষ্ট নয় যদিও তাঁদেরকে প্রেগনেন্সি এলাওয়েন্স দেওয়া হয়। বৃটেনে সারোগেসিকে অনেকটা পরোপকার হিসেবে দেখানো হয়। ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও একই নিয়ম। তবে বৃটেনের আগ্রহী যুগলের প্রায় ৭০ ভাগই অন্য দেশে যায় এই শিশু বাণিজ্যের জন্যে।

এত কিছুর পরও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হচ্ছে এই সারোগেট শিশুদের জেনেটিক মা কে আর সারোগেট মা-ই বা কে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর এত সহজ নয় - এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী কোনো আইন নেই। এই শিশুদের কোন বয়সে এসব তথ্য জানানো হবে বা আদৌ জানানো হবে কিনা সেসব বিষয়েও রয়েছে নানা মতবিরোধ। এ এক অনাগত অদ্ভুত অবস্থার মুখে পড়তে যাচ্ছে বিশ্বের বহু অনাগত শিশু; আর সেই সাথে অনিয়ন্ত্রিত সারোগেসির কারণে বিশ্বের বহু নারী পড়তে থাকবেন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে; স্বীকার হতে থাকবেন আর্থিক শোষণের; আর বিপন্ন হতে থাকবে তাঁদের জীবন। এই সত্যটি আমরা ক'জনা হৃদয়ঙ্গম করছি?

লেখক একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিষ্ট ও পাবলিক স্পীকার

একই অপরাধ আমরা করে যাচ্ছি প্রতিদিন : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, পৃথিবীর সর্বনাশের জন্য যারা দায়ী তারা আমরা সবাই এখানে হাজির। আমরা আসামি। বুধবার (২৫ জুন) রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং পরিবেশ ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, আমাদের পুরোনো কবিরা বলে গেছেন, সাগরের সব পানি যদি কালি হত, বনের সব গাছ যদি কলম হতো, তাহলে এই অপরাধের বর্ণনা শেষ করা যেত না। একই অপরাধ আমরা করে যাচ্ছি প্রতিদিন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজকের পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের সংকটে জড়িত। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের সামনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যে চ্যালেঞ্জটা আমরা এখনো অনেকে উপলব্ধি করতে পারছি না, সেটা হলো প্রকৃতির বিধ্বংসী-রূপ। এটা প্রকৃতির দোষ না, আমাদের দোষ। আমরা মানুষ যারা এখানে বসবাস করি, প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কথা। কিন্তু তাল মিলিয়ে না চলে উল্টো পথে চলি। দোষটা প্রকৃতির না, দোষটা হলো প্রকৃতি-বিধ্বংসী এক জীব, যার নাম মানুষ।
তিনি বলেন, আমাদের সামনে দৈত্যকারে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে জলবায়ু সংকট। সে ক্রমাগত হুঙ্কার দিচ্ছে, হয় আমরা থাকবো, না হয় তোমরা থাকবে। দুইজন একসঙ্গে থাকতে পারবে না।

১৬ বছরের অসামঞ্জস্যতা থেকে উত্তরণে সুষ্ঠু নীতি প্রনয়ণ জরুরি: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, বিগত ১৬ বছরের অর্জিত ক্রিমিনালাইজেশন থেকে উত্তরণে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন (পলিসি ডাইভারশন) জরুরি। আর এই ডাইভারশন করতে গেলে আমাদের কগনিজেন্ট হতে হবে। আমাদের নিয়ামকগুলোকে সুনির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে।
বুধবার (২৫ জুন) বিকেলে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) অডিটোরিয়ামে ইআরএফ ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে 'অটোমোবাইল পলিসি ফর গ্রিন গ্রোথ অ্যান্ড কম্পিটিটিভ ইকোনমি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের দেশে বাল্ক কার্গো আসে, সেটা সিমেন্ট ক্লিঙ্কার, ফার্টিলাইজার বা ফুডগ্রেইন যার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টন।'
সেমিনারে বলা হয়েছে, আমাদের জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশ লজিস্টিক। আমাদের যে ক্যাশ আউটফ্লো হয় তার সঙ্গে এটাকে কলাবরেট করাতে হবে।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের ক্যাস আউটফ্লোর একটা বড় অংশ বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয় হয়। যেমন আমরা যে এক্সটারনাল ফ্রেইট পরিশোধ করি, যে বিমান ভাড়া পরিশোধ করি, পোর্ট কস্ট পরিশোধ করি তার সবই লজিস্টিক কস্ট। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের লজিস্টিক কস্ট বিশ্বের উন্নত দেশের লজিস্টিক কস্টের চাইতে বেশি। এই মুহূর্তে আমাদের দেশে ৪১ বিলিয়ন কিলোমিটার টন লজিস্টিক প্রয়োজন আছে। ২০৪০ সালে এটা নয়গুণ বেড়ে ৩০০ বিলিয়ন কিলোমিটার টনে রূপান্তরিত হবে।'
তিনি আরও বলেন, 'আমাদের অর্থনীতির মোটাদাগে নিয়ামকগুলোর মধ্যে কৃষি ,শিল্প এবং সেবা ।এসকল কিছুর প্রাইমারি এনাবলার হচ্ছে লজিস্টিক। এটার সঙ্গে ইউটিলিটি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ এবং লেবার প্রডাক্টিভিটি। এগুলোকে যদি সমন্বিত করি তাহলে দেখি আমাদের দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজার বা খাদ্যপণ্যের বাজার ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আমরা যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করি আমাদের দেশের যে সকল স্থানের নাম গঞ্জ দিয়ে আছে সেটা সিরাজগঞ্জ হোক আর মুন্সীগঞ্জ আর নারায়ণগঞ্জ হোক এগুলো ছিলো আমাদের দেশের লজিস্টিক হাবস। পৃথিবীতে এমন দেশ আর আছে কিনা জানানেই যেখানে দুইশ'র বেশি নদী আছে।'
তিনি আরও বলেন, আমাদের ১৭/ ১৮ কোটি জনসংখ্যার দেশ। কোন খনিজ সম্পদ নেই, আছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা খুবই ভাইব্রেন্ট ও প্রোডাক্টিভ। এটাকে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে লজিস্টিক ক্যাপাসিটি ও শ্রমশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যদি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি তাহলে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।
বাজেটে আমাদের নীতির একটি ম্যানুফেস্টেশন থাকে উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, সেখানে অটোমোবাইল একটি ছোট অংশ হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক সময় গাড়ি উৎপাদনের নামে পুরো বডি বিদেশ থেকে এনে চারটা চাকা লাগিয়ে প্রশংসা নেয়া হয়েছে। বিগত ১৬ বছরের ওইসব অসামঞ্জস্যতা উত্তরণ করতে এখন সুষ্ঠু নীতি করতে হবে।
সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আবদুল হক, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী এবং উত্তরা মোটরসের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান।

দেড় মাসে একবারও ভদ্রতার লাইন ক্রস করিনি : আসিফ মাহমুদ

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, 'এত নোংরামি করার পরও গত দেড় মাসে একবারের জন্যও ভদ্রতার লাইন ক্রস করিনি। একবারও ব্যক্তি আক্রমণ করিনি কিংবা ছোট করে কথা বলিনি। আমার লড়াই, রাজপথ, রাজনৈতিক পথচলা কিংবা পরিবার কেউই আমাকে এই শিক্ষা দেয়নি। আমি ধৈর্য্য ধরেছি, জবাব দিইনি বলে যে এসব অন্যায় জবাবহীন থেকে যাবে, এমনটা না।
ইতিহাস সবাইকেই যার যার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়।'
বুধবার (২৫ জুন) নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
পোস্টে আসিফ মাহমুদ প্রশ্ন করে বলেন, 'অকারণে আমার ছবিতে জুতা মারার জন্য কেউ ক্ষমা চেয়েছে? গুজবকে কেন্দ্র করে আমার পিতাকে 'চাল চোর' বলে স্লোগান দেওয়ার জন্য কেউ ক্ষমা চেয়েছে? শুরুতেই সরকারপক্ষ থেকে সমাধান চেষ্টা যারা দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করে ভোগান্তির জন্য দায়ী তারা ক্ষমা চেয়েছে? নগর ভবন বন্ধ করে ১ কোটির বেশি নগরবাসীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কেউ ক্ষমা চেয়েছে? নগর ভবন দখলকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ এবং আহত হওয়ার ঘটনায় কেউ ক্ষমা চেয়েছে?'
আসিফ মাহমুদ আরো বলেন, 'ইশরাক হোসেনের বক্তব্য অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের জন্য আমাকে বারবার ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, আমার পরিবারকে আক্রমণ, জবাই করার স্লোগান দেওয়াসহ অব্যাহত মানহানির জন্য কেউ ক্ষমা চেয়েছে? কিন্তু আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে কারণ আমি বলেছি কয়েকজন নেতার প্ররোচণায় এই আন্দোলন হয়েছে। আমি সত্যি বলেছি, এবং সত্যি যে বলেছি এটা তিনিও জানেন। তাকে যে ট্র্যাপে ফেলা হয়েছে, ফর আ বেটার নেগোসিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে তা তিনি ভালো করেই জানেন এবং আমার পরিচিত একাধিক ব্যক্তির কাছে স্বীকারও করেছেন।'

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা 'এক্সকিউজ' দেওয়ায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত : হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আগে এক কোটি টাকা কাজ ৩০ লাখ টাকাই খেয়ে ফেলত। কোনো জবাবদিহি ছিল না। গত ২০ বছর এভাবে চলছে। জবাবদিহিহীন একটা সমাজ গড়ে উঠেছিল।
তাদের কেউ কেউ এখনো ভাবতেছে যে তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এটা হবে তাদের ভুল। আমরা যেহেতু কমিশন খাই না, সুতরাং আমরা কারো কাছে ধরা নেই। আমার ঠিকাদার এখানে কাজ করেন না, আমার কি কোনো ঠিকাদার আছে? আমি এখানে কমিশন খাই না, আমি কারো কাছে দায়বদ্ধ নই।
সুতরাং এই কাজের জন্য যত টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ হতে হবে।'
বুধবার (২৫ জুন) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবীদ্বার অংশে দুই কোটি ৪৩ লাখ টাকার কাজে অনিয়ম হাতেনাতে ধরার পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, "সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা আছেন তারা হচ্ছেন যেকোনো 'এক্সকিউজ' দেওয়ায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তাদের যেকোনো জিনিসের জন্য 'এক্সকিউজ' রেডি থাকে এবং পিলুপাসিং করা, অর্থাৎ এটা আমার দায়িত্ব না, ওর দায়িত্ব, এই চেয়ার না, ওই চেয়ার।

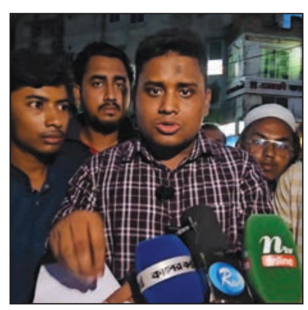

সড়কের অনিয়ম সম্পর্কে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, 'দুই কোটি ৪৩ লাখ টাকা জনগণের কোনো কাজে আসবে না। বরং জনগণের আরো দুর্ভোগ বেড়েছে। কথা ছিল ডিভাইডার বসানোর পূর্বে ৬ ইঞ্চি গাঁথনি করবে, কিন্তু তারা তা করেনি। রাস্তার পিচের ওপরেই ডিভাইডার তোলা হয়েছে, যা ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। এখানে ব্লক দেওয়ার কথা ছিল তাও দেয়নি।
একটা রোড থেকে আরেকটা রোডের দূরত্ব থাকবে ৩০০ এমএম কিন্তু তারা দূরত্ব দিয়েছে ৪০০ এমএম। যেখানে ১০০ রড লাগত সেখানে তারা ৭০টি রড দিয়ে কাজ চালিয়ে দিয়েছে। কী পরিমাণ অনিয়ম করেছে দেখেন, এই দায়ভার ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার এবং যারা এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা এমন যে হচ্ছে যে কাজির গরু নামে আছে, কিতাবে আছে, কিন্তু গোয়ালে নেই।'
স্থানীয় সূত্র জানায়, কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের দেবীদ্বার অংশে যানজট দূর করতে সড়কে রোড ডিভাইডার স্থাপনসহ সড়ক বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে সরকারের পক্ষ থেকে দুই কোটি ৪৩ লাখ টাকার বরাদ্ধের বন্দোবস্ত করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। ওই কাজের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স ভূঁইয়া এন্টারপ্রাইজ। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠান এই কাজের নানা অনিয়ম করার অভিযোগ পাওয়ায় হাসনাত আব্দুল্লাহ সরাসরি নিজে এসে হাতেনাতে ধরেন।
কাজের অনিয়ম সম্পর্কে মেসার্স ভূঁইয়া এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মো. আশিকুর রহমান ভূঁইয়া (সবুজ) কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি যেভাবে ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছি সেভাবে করেছি। এখন মনে হচ্ছে আরো ক্ষতি হয়েছে। এর পরও যেভাবে ভালো হবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে হলেও কাজটা শেষ করব।'

তাজিয়া মিছিলে থাকবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা : ডিএমপি কমিশনার

আসন্ন পবিত্র আশুরা উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলের কর্মসূচিতে রাজধানীতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
বুধবার (২৫ জুন) ডিএমপি সদরদপ্তরে আশুরা পালন ও তাজিয়া বা শোক মিছিলের কর্মসূচিগুলো সুশৃঙ্খল ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পালন উপলক্ষে ঢাকা মহানগর এলাকার নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ডিএমপির সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা জানান।
সমন্বয় সভায় ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পিপিএম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় ঢাকা শহরে তাজিয়া বা শোক মিছিল পালন

কমিটির নেতারা, বিভিন্ন সেবা সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি এবং ডিএমপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।
সভাপতির বক্তব্যে ডিএমপি কমিশনার বলেন, আশুরা ও রথযাত্রা উপলক্ষে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্মানের মনোভাব বজায় রেখে একযোগে কাজ করে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৬ জুলাই পবিত্র আশুরা পালন হতে পারে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার আসন্ন রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে রাজধানীর নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমন্বয় সভা করে ডিএমপি।

যেভাবে ইরানের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে ইসরায়েল

টানা ১২ দিনের বিমান হামলার পর ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে তার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। যুদ্ধবিরতির পর দখলদার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর 'লক্ষ্য পূরণ' এর দাবিকে 'গোলমেলে' আখ্যা দিয়ে আল-জাজিরায় প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে অরি গোল্ডবার্গ তুলে ধরেছেন ইসরায়েলের কৌশলগত সীমাবদ্ধতা এবং ইরানের প্রতিরোধ ক্ষমতা।

অরি গোল্ডবার্গ দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইরান এবং ইসরায়েলের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছেন। তিনি একজন ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ভাষ্যকার।

ওই প্রবন্ধে গোল্ডবার্গ দেখিয়েছেন, ইসরায়েল ইরানের 'সরকার পরিবর্তন' ও দেশটির 'পারমাণবিক কর্মসূচির লাগাম টানাসহ বেশ কয়েটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ শুরু করলেও শেষমেশ কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

পারমাণবিক কর্মসূচির লাগাম টানা কী সম্ভব হয়েছে?

সম্ভবত এর উত্তর হলো 'না'। মনে করা হচ্ছে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত ফোর্ডো স্থাপনা থেকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক উপাদান সরিয়ে নিয়েছিল। এই উপাদানগুলোই পারমাণবিক কর্মসূচির সবচেয়ে জরুরি অংশ। তাই, পারমাণবিক কর্মসূচির লাগাম টানার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কতটা ক্ষতি করেছে, সেটাও পরিষ্কার নয়। ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাজি করাতে পেরেছিল বাঙ্কার-বাস্টিং বোমা, ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স পেনিট্রেটর ব্যবহার করে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের হামলায় এর বেশি কোনো সাহায্য করেনি। হামলার ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, তা বের করা কঠিন হবে, কারণ ইরান সম্ভবত বাইরের কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না।

'সরকার পরিবর্তন' কী সম্ভব হয়েছিল?

সহজ কথায় বলতে গেলে-ইসরায়েল যা চেয়েছিল তার উল্টো ফল হয়েছে। ইসরায়েল ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর সামরিক নেতাদের হত্যা করে সরকার বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করার চেষ্টা করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, শত্রুর ঊর্ধ্বতন নেতাদের হত্যা করলে তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু এই কৌশল কখনো সফল হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল লেবাননের হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যু, যা তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু সেটার সঙ্গে লেবাননের ভেতরের

রাজনীতিরও অনেক সম্পর্ক ছিল। অন্য সব ক্ষেত্রে ইসরায়েলের এমন হত্যাযজ্ঞ কোনো বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ইরানের ক্ষেত্রে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সরকারের প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসরায়েল যদিও ইরানি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর সিনিয়র কমান্ডারদের হত্যা করেছে, যারা সম্ভবত বর্তমান ইরানি রাজনীতির সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও একই সঙ্গে ইসরায়েলের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, তবুও অনেক ইরানি যারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ও বিশেষ করে আইআরজিসি-এর ঘোর বিরোধী, তারাও এই পরিস্থিতিতে সরকারকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। ইরানিরা শুধু 'সরকার' নয়, বরং পুরো ইরানকেই আক্রমণের মুখে দেখেছিল।

ইসরায়েলের 'শাসনের প্রতীক' হিসেবে কিছু স্থানে বোমা ফেলার চেষ্টাও পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। তারা কুখ্যাত এভিন কারাগারে বিমান হামলাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইসরায়েলের বোমা হামলা উল্টো বন্দীদের পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলেছিল, কারণ কর্তৃপক্ষ তাদের অনেককে অজানা জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল।

ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আইআরআইবি-তে বোমা হামলাও অযৌক্তিক ছিল। ইসরায়েল দাবি করেছিল, এটি সরকারের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা। তবে অনেক ইসরায়েলিই বলেছেন, এই হামলা ইরানিদের জন্য ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকেও হুমকি দেওয়ার অজুহাত তৈরি করে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমর্থন ও গাজার প্রভাব

যদি ইসরায়েল তাদের ঘোষিত যুদ্ধ লক্ষ্য অর্জন করতে না পারে, তাহলে কি তারা অন্তত বিশ্বকে নিজেদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে? যাতে সবাই গাজার কথা ভুলে যায় ও ইসরায়েলকে আবারও ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে লড়াইকারী হিসেবে দেখতে পায়? এটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আমেরিকা ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছিল। এর ফলে তারা আন্তর্জাতিক আইনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থাকতে পারে। তবে ট্রাম্প ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি। হামলার পরপরই মার্কিন কৌশলগত বোমারু বিমানগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসে।

বোমা হামলার আগে ও পরে ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে একটি চুক্তির আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশ করেছেন, যেখানে ইসরায়েলও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মনে হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলকে তার নিজের স্বার্থ ও উপসাগরের মিত্রদের স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করেছেন।

যদিও কিছু বিশ্বনেতা, বিশেষ করে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ মার্কিন হামলা এবং 'ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার' সমর্থন করেছেন, তবুও কেউ ইসরায়েলের কঠোর দাবি, যেমন ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকার কথা মেনে নেয়নি। বিশ্ব এখন 'পারমাণবিক অস্ত্র নয়' নীতিতে ফিরে এসেছে, যা ইরানও মেনে চলতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব ইরানকে ব্যবসার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এটি ইসরায়েলের জন্য একটি পরাজয় ও ইরানের জন্য একটি বিজয়।

ইসরায়েলের নিজস্ব ক্ষতি ও ইরানের বিজয়

ইসরায়েলের ভেতরের ক্ষয়ক্ষতিও বিবেচনা করা দরকার। ইসরায়েল দ্রুত ইরানের আকাশসীমায় আধিপত্য বিস্তার করে প্রায় ইচ্ছামতো হামলা চালিয়েছে। তবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বারবার ইসরায়েলের বিখ্যাত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেদ করতে পেরেছে, ইসরায়েলের কেন্দ্রস্থলসহ সারা দেশে আঘাত হেনেছে। এতে অভূতপূর্ব সংখ্যক হতাহতের পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইসরায়েলের কাছে ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের অভাব ছিল ও দ্রুত সেগুলো তৈরি করারও কোনো আশা ছিল না। ইসরায়েলি অর্থনীতি দ্রুত স্থবির হয়ে পড়ছিল। এটিও ইরানের জন্য আরেকটি জয়।

শত শত হতাহত এবং দেশজুড়ে অবিরাম বোমাবর্ষণে অনেক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ইরান যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বিশাল ইসরায়েলি বাহিনীর মুখোমুখি হয়েও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়েনি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে ইসরায়েলে আঘাত হেনেছে। ইরানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়নি (কারণ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই এটিকে ইসরায়েলি হামলার শিকার হিসেবে দেখেছে)। ইরানের পাল্টা আক্রমণের বিকল্পগুলো খুব বেশি সীমিত ছিল না। কাতারে তার সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন হামলার 'প্রতিশোধ' সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে ইরান সফলভাবে উত্তেজনা কমাতে পেরেছে।

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘিত হচ্ছে দেখে ইসরায়েলকে হামলা না করার জন্য সতর্ক করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে ছিল ইরান। ইরান এখন এমনভাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা তারা পছন্দ করে-এখনও শক্তিশালী অবস্থানে আছে ও ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনাময়।

ইরান সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেঃ ট্রাম্প

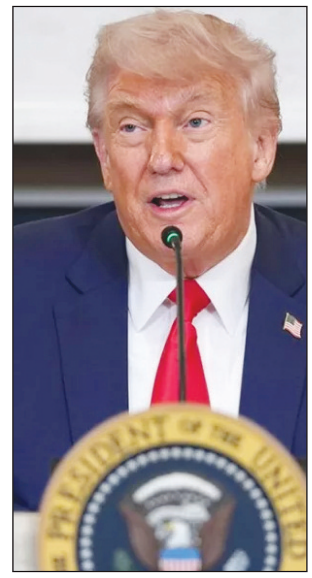

নেদারল্যান্ডসে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান 'সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে'। তিনি আরও বলেছেন, তেহরান 'কিছুটা হলেও, খুব বেশি নয়...যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কারণ উভয় পক্ষই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে আগ্রহী ছিল।

সংঘাত শেষ হয়ে গেছে বলে কেন তিনি নিশ্চিত - জানতে চাইলে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি উভয়ের সাথেই কাজ করেছি এবং তারা উভয়ই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।' ট্রাম্পের ভাষ্য, 'তারা খুবই, খুবই কঠোর এবং নিষ্ঠুরভাবে...খুব হিংস্রভাবে লড়াই করেছিল এবং তারা উভয়েই বেরিয়ে এসে বাড়ি ফিরেতে পেরে সন্তুষ্ট ছিল।' আগামী সপ্তাহে 'ইরানের সঙ্গে আলোচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র' রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আগামী সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করবে। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা আগামী সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি, আমরা হয়তো একটি চুক্তি সই করতে পারি, আমি জানি না... ।'

নাগরিকদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভুয়া সতর্কবার্তা ইসরায়ালি সামরিক বাহিনীর

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী দেশটির নাগরিকদের মোবাইলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভুয়া সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম আরুতজ শেভা।

আজ বুধবার (২৫ জুন) ভুলবশত ওই বার্তা পাঠানো হয় বলে জানিয়ে সামরিক বাহিনী।

আল-জাজিরার খবরে এ কথা জানানো হয়। সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, 'অভ্যন্তরীণ সিস্টেম পরীক্ষা' চলাকালে একটি 'কারিগরি ত্রুটির' কারণে ভুলবশত এই বার্তা নাগরিকদের কাছে পাঠানো হয়। সামরিক বাহিনী বলেছে, কোনো ধরনের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ঘটেনি। ভুলবশত নাগরিকদের কাছে সতর্ক বার্তা পাঠানোর বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।এদিকে, ১৩ জুন ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর থেকে এই তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মোট ৩৮ হাজার ৭০০টি আবেদন জমা পড়েছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ঘরবাড়ি-ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে ৩০ হাজার ৮০৯টি। এছাড়া ৩ হাজার ৭১৩টি আবেদন জমা পড়েছে যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার কারণে। যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে ৪ হাজার ৮৫টি।

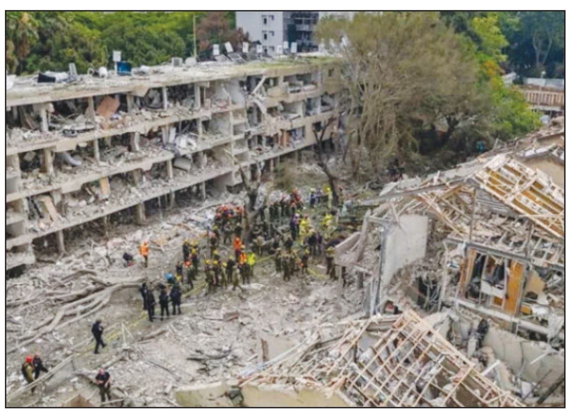

প্রধানমন্ত্রী পদে সর্বোচ্চ ১০ বছর

একমত। তবে সে ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিয়োগে কমিটি বা এ জাতীয় ধারণার সঙ্গে বিএনপি একমত নয়। এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়।

তখন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু জানতে চান, নিয়োগ কমিটি থাকলে বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে একমত হবে না, বিষয়টি এ রকম কি না।

জবাবে সালাহউদ্দিন বলেন, এনসিসি বা এ ধরনের কমিটির বিধান রাখলে এটাতে তাঁরা একমত নন। সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য এখন যেসব আইন আছে, সেগুলো আরও শক্তিশালী করা, যেসব ক্ষেত্রে আইন নেই, সেগুলো করার পক্ষে তাঁরা।

কপর্যায়ে আলী রীয়াজ জানতে চান, এ ধরনের কমিটি করা হলে কী অর্থে সেটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করবে। জবাবে সালাহউদ্দিন বলেন, এ রকম কমিটি হলে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনায় পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে হবে। আইনের মাধ্যমে সার্চ কমিটি করলে সংবিধানে নিয়োগ কমিটি যুক্ত করা লাগে না।

তখন আলী রীয়াজ বলেন, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, তারা আইন বদলে দেবে না, তার নিশ্চয়তা কী? জবাবে সালাহউদ্দিন বলেন, তাহলে সংবিধান পরিবর্তন করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কী। জবাবে আলী রীয়াজ বলেন, সংবিধান পরিবর্তন করা তুলনামূলক কঠিন। একপর্যায়ে সালাহউদ্দিন দলগুলোর ওপর আস্থা রাখার কথা বলেন।

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ বলেন, আলোচনা একবার এগোয়, আবার পেছায়। ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য সংস্কার অপরিহার্য। বৃহত্তর স্বার্থে আরেকটু চিন্তার সুযোগ আছে।

যুক্তিতর্কের এক পর্যায়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সপ্তাহে আলোচনা করার প্রস্তাব দেন।

শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। গতকালের আলোচনা শেষে বিকেলে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে সর্বশেষ বলা হয়েছে, সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য কোনো ধরনের কমিশন বা কমিটি তৈরি করা হলে তারা প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল ১০ বছর করার বিষয়টি আবার বিবেচনা করবে। এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি। তিনি বলেন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।

এনসিসির পরিবর্তে নতুন প্রস্তাব

ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে সংবিধান সংস্কার কমিশন যেসব প্রস্তাব করেছিল, তার একটি ছিল জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠন। নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে এই কাউন্সিল করার কথা বলা হয়েছিল। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রধান ও অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগে নাম চূড়ান্ত করবে এ কাউন্সিল। তবে এই প্রস্তাব নিয়ে দলগুলোর মধ্যে জোরালো মতভিন্নতা ছিল। বিএনপি এই প্রস্তাবের জোরালো বিরোধিতা করে আসছে।

আগের দিনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল এনসিসির পরিবর্তে নতুন একটি প্রস্তাব দেয় ঐকমত্য কমিশন। তাতে বলা হয়, এটি হবে 'সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি'। এই কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের স্পিকার, প্রধান বিরোধী দল ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি, প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। এই কমিটির দায়িত্ব হবে-সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য নাম চূড়ান্ত করা। অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ ও তিন বাহিনীর প্রধান নিয়োগের বিষয়টি এই কমিটির দায়িত্বের বাইরে থাকবে।

গতকাল নতুন প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে বিএনপি। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, নির্বাহী বিভাগকে দুর্বল করার জন্য এ ধরনের কোনো কমিটি করা হলে সরকার কাজ করতে পারবে না। তাঁরা মনে করেন, বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা গেলে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে চেকস অ্যান্ড ব্যালান্স থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল নির্ধারণ করে দেওয়া হলে এ ধরনের কোনো কমিটি করার প্রয়োজন থাকে না বলেও তাঁরা মনে করেন।

জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ বেশির ভাগ দল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি গঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। তবে কমিটির কতসংখ্যক সদস্যের ভোটে নিয়োগ চূড়ান্ত হবে, তা নিয়ে একাধিক প্রস্তাব আসে। পরে কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ বলেন, ঐকমত্য কমিশনের বিকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে কিছু দলের আপত্তি আছে। অধিকাংশ দলের আপত্তি নেই, তবে কিছু পরামর্শ আছে।

আলোচনা শেষে বিকেলে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিটি জনগণের চাওয়া। সে ধারণাটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো। জনগণের মতামতকে শ্রদ্ধায় রেখে এবং ভবিষ্যতের ক্ষমতাকাঠামো এক ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ যাতে না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে বিএনপিকে নিয়োগ কমিটির বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সংবিধানের মূলনীতি

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের প্রস্তাবে মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। তবে বিদ্যমান মূলনীতি অক্ষুণ্ন থাকবে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলেনি কমিশন।

আগের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল নতুন প্রস্তাব হাজির করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। তাতে বলা হয়, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সাসুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখিত হবে।

এই প্রস্তাবেও দলগুলোর মধ্যে জোরালো মতবিরোধ দেখা যায়। আগের মতোই মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় দলগুলো। বামপন্থী দলগুলো একদিকে, ধর্মভিত্তিক দলগুলো আরেক দিকে। এক পক্ষের মূল দাবি, 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' যোগ করা এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' থাকবে না এটার নিশ্চয়তা। আরেক পক্ষ চায় বিদ্যমান চার মূলনীতি অক্ষুণ্ন রাখতে।

পঞ্চম সংশোধনীর পর যে মূলনীতি ছিল, সেটার সঙ্গে কমিশনের প্রস্তাবিত মূলনীতি যুক্ত করার বিষয়ে বিএনপির আপত্তি নেই।

এ ছাড়া এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান বা পঞ্চম সংশোধনীতে না গিয়ে মূলনীতিতে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায় বিচার, ধর্মীয় পক্ষপাতহীনতা' যোগ করা যেতে পারে। তাঁরা বাহাত্তরের চার মূলনীতির প্রতিস্থাপন চান।

একপর্যায়ে আলোচনা স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বাম দলের একজন নেতাকে উদাহরণ হিসেবে টেনে বলেন, তিনি (তাহের) যদি ১০ লাখ ডলার দেন, তারপরও ওই নেতা তাহেরের প্রস্তাবে একমত হবেন না। আবার ওই নেতা যদি ৫০ লাখ ডলারও দেন, তাহলে তাহের ওই নেতার প্রস্তাবে একমত হবেন না। এটা দলীয় আদর্শের বিষয়।

দীর্ঘ সময় আলোচনা হলেও সংবিধানের মূলনীতি নিয়ে ঐকমত্য হয়নি। গতকাল আলোচনা শেষে বিকেলে আলী রীয়াজ সাংবাদিকদের বলেন, বিদ্যমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি অটুট রাখার বিষয়ে কয়েকটি দল মতামত দিয়েছে। আবার কয়েকটি দল ভিন্ন মতামত দিয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। তবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, গণতন্ত্র, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি এবং পক্ষপাতহীনতা-এই পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করার পক্ষে অধিকাংশ দলের সম্মতি রয়েছে। ঐকমত্য কমিশন এ বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আগামী সপ্তাহে পেশ করবে।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বিচারপতি এমদাদুল হক, বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ইফতেখারুজ্জামান ও মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার আলোচনা সঞ্চালনা করেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের

পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রটি যাতে পরমাণু অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করেছেন।"

এর আগেও ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে "আব্রাহাম চুক্তি" বাস্তবায়নের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আলোচনায় ছিলেন। এবার ইরান-ইসরায়েল সংকটে তার ভূমিকা তাকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

সবশেষ ২৪ জুন ইরানে হামলা চালিয়ে দুই জেনারেলসহ দেশটির অভিজাত বাহিনী আইআরসিজির সাত সদস্যকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। এখন পর্যন্ত দেশ ইসরায়েলের হামলায় ৬১০ জন ইরানি নিহত হয়েছেন। অপর দিকে ইরানের মিসাইল হামলায় ২৪ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে উভয়পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা।

এর আগে, সোমবার (২৩ জুন) ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প। যদিও দুইপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে তা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। তবে, ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা হামলা চালিয়ে তা ধ্বংসের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রতিক্রিয়ায় কাতারে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালায় ইরান।

শেখ হাসিনার আইনজীব পরিবন

সপ্তাহ সময় চান। পরে ট্রাইব্যুনাল এক সপ্তাহের সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ২রা জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সহ অন্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।

সকালে আদালত অবমাননা মামলায় শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য ট্রাইব্যুনালে আসেন আমিনুল গণি টিটু। এ সময় আমিনুল গণি দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আদালতকে জানান, তিনি তার মক্কেলকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, এরই মধ্যে আমরা কিছু নেতিবাচক তথ্য পেয়েছি। আপনি কি এখনো চালিয়ে যেতে চান। জবাবে তিনি বলেন, আমি বিগত ৩৬ বছর আইন পেশায় কর্মরত আছি। আমি নিরপেক্ষ থেকে আমার মক্কেলকে রক্ষা করবো। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, একসময় আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিযুক্ত হাসিনা (শেখ হাসিনার ফাঁসি চেয়ে)কে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে আপনি সত্যিই নিরপেক্ষভাবে তাকে রক্ষা করতে পারবেন কিনা। জবাবে আমিনুল গণি বলেন, আমাকে ট্রাইব্যুনালই নিয়োগ দিয়েছে। আমি একজন সৎ আইনজীবী। আমি হাসিনার বিরুদ্ধে করা মূল মামলায় ডিফেন্ড করছি না। নিজেকে প্রমাণ করার একটি সুযোগ প্রয়োজন। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, আমাদের কাছে ন্যায়বিচারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই মামলায় দাঁড়ানো উচিত না। আমরা আপনার সম্পর্কে জানি। ভবিষ্যতে আপনার প্রয়োজন হবে। তখন আমিনুল গণি নিজের থেকেই সরে যাওয়ার কথা ট্রাইব্যুনালকে জানান। পরে ট্রাইব্যুনাল তার পরিবর্তে আমির হোসেনকে নতুন আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ আদেশ দেন।

শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এইচ এম তামিম সাংবাদিকদের বলেন, আদালত অবমাননার মামলায় সিনিয়র আইনজীবী আমিনুল গণি টিটুকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সম্মান দেখানোয় তিনি ট্রাইব্যুনালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যেহেতু তার ব্যাপারে একটি ইস্যু জানতে পেরে তিনি নিজে থেকেই এই মামলা থেকে প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। যেহেতু তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার পরিবর্তে মো. আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এর আগে, শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয় ট্রাইব্যুনাল-১। গতকাল আদালত অবমাননার মামলায়ও শেখ হাসিনা ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মো. শাকিল আলমের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে দু'টি মামলায়ই শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেন কাজ করবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন আসামি। এর মধ্যে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হলো।

যুদ্ধবিরতি স্থায়ী নিয়ে সংশয়

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে যে ধারণা সেটি পাল্টে দিয়েছে। ইসরাইল যে মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রতিরোধ্য- এমন নেরেটিভ ভেঙে গেছে বলে মনে করেন তিনি। একই সঙ্গে ইরান নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিয়েছে। মানবজমিনকে প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর জন্য কেবল যুদ্ধবিরতিই যথেষ্ট নয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের আক্রমণের কারণে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটি কিছুটা হলেও এর মাধ্যমে স্বাভাবিক হবে। একই সঙ্গে ঝুঁকিও থেকে যাচ্ছে। কারণ দুই পক্ষই পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের। তবে আমরা যতটুকু দেখি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইরান সেটি লঙ্ঘন করেনি, যেটি ইসরাইল করেছে। এর মূলে রয়েছে ইসরাইলে ইরানের আগের আক্রমণগুলো ভারী ছিল। তিনি বলেন, অন্যদিকে ইরানের প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা সেটি যুক্তরাষ্ট্র আন্ডারমাইন করার চেষ্টা করেছিল। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ইরান তার সে সক্ষমতার জবাব দিয়েছে। এ যুদ্ধবিরতি আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর করা সম্ভব হলেও গাজায় ইসরাইলের ধারাবাহিক হামলা এবং ইরানে আক্রমণের কারণে পারস্পরিক যে আস্থা সেটি নষ্ট হয়েছে। তাই এখনই বলা যাবে না যে, এটি একেবারেই কার্যকর এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি নিয়ে আসবে। দুই পক্ষকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক মনে করেন, ইরান তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য পরমাণু সমৃদ্ধকরণ অব্যাহত রাখতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইসরাইলসহ তাদের মিত্রদের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটিও আলোচনার বিষয়। অন্যদিকে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইরান এ যুদ্ধে কিছুটা লাভবান হয়েছে। রাশিয়া ও চীন তাকে সমর্থন দিয়েছে। সব মিলিয়ে শক্তির ভারসাম্য রিগেইন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। আমেরিকা এবং ইসরাইল এ অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য এটা এখন বলা যাবে না। ইরান একা যুদ্ধ করলেও অন্যান্য দেশ থেকে সমর্থন আদায় করতে পেরেছে। সবাই তার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। এমনকি ইউরোপের অনেক দেশও ইরানে ইসরাইলের এ আক্রমণকে ভালো চোখে দেখেনি।

তিনি আরও বলেন, এ যুদ্ধ ইসরাইলের জন্য বড় ধাক্কা। কারণ ১৯৪৮ সালে তাদের জন্মের পর এত বড় আঘাত পায়নি। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাদের সামরিক শক্তি একেবারেই অপ্রতিরোধ্য নয়, সীমাবদ্ধতা আছে। তাদের ভূখণ্ডের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। ছোট একটি ভূখণ্ডে অনেক মানুষের বসবাস। সেখান থেকে নাগরিকদের দেশত্যাগ করাও ইসরাইলের জন্য বড় শিক্ষা। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্ট্রাকচারগত দুর্বলতাও ফুটে উঠেছে। মিত্ররা বিভক্ত হয়ে গেছে। আগের মতো ইসরাইলকে নিঃশর্ত সাপোর্ট দিচ্ছে না। এটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও বড় সম্ভাবনার পথ দেখাচ্ছে। অন্যদিকে নেতানিয়াহু তার দেশেই অজনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন।

ভাই হত্যার বিচার চেয়ে ফাঁসলেন

রাজনৈতিক হত্যার শিকার হন ইমরানের বড় ভাই জামাল গোলদার। পূর্ব-শত্রুতার জেরে বাসায় ডেকে নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন প্রতিবেশী আওয়ামী লীগ নেতা ফোরকান হাকিম।

ইরান পারমাণবিক কর্মসূচিতে ফিরলে

কর্মসূচি পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। এটি মাত্র কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়া গেছে। তবে এই দাবি মানছেন না ট্রাম্প। তিনি বলছেন, এটি কেবল প্রাথমিক একটি অসমাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কয়েক দশক পিছিয়ে গেছে।

বুধবার সকালে নেদারর‍্যান্ডসের হেগে সাংবাদিকদেরকে একথাই বলেছেন ট্রাম্প। মার্কিন গোয়েন্দাদের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তারা সত্যিই জানেন না।" ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে বলেই মত ট্রাম্পের।

নেটো সম্মেলনে সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানান, হামলার পর ইরান ঘটনাস্থলে গেছে। তারা বলেছে স্থাপনাগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা কী করেছি সেটা দেখার পরই তারা স্থির হয়েছে।

চনপাড়া কে চালায়

মুদি দোকানি মো. সোহেল। তার ভাষায়, টাকাপয়সার মালিক হতে না পারায় তাকে চনপাড়াতেই থেকে যেতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে অনেক কিছু।

'চনপাড়া' নারায়ণগঞ্জের একটি ওয়ার্ড, কিন্তু মাদক কারবারি আর অপরাধীদের কাছে এ যেন রীতিমত এক রাজ্য, যার নিয়ন্ত্রণ নিতে সব পক্ষই মরিয়া।রাজধানীর অদূরে তিন দিক দিয়ে নদ-নদী বেষ্টিত এই ছোট্ট ভূখণ্ড এমন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে। গতবছর অগাস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চনপাড়ার নিয়ন্ত্রণও হাতবদল হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, আগে যেখানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেখানে এখন বিএনপির লোকজন বসেছে। এই সময়ে কিছু 'লোক দেখানো' প্রকাশ্য পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে মাদক ব্যবসার আধিপত্য নিয়ে খুন-গুম-চাঁদাবাজি-দ্বন্দ্ব যথারীতি অব্যাহত থাকায় 'ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক' আগের মতই আছে।অগাস্টে নতুন লোকজন দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দশ মাসে 'অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে' চারটি খুন হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের শিকার এসব ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদেরও আওয়ামী লীগের লোকজনের মত চনপাড়া ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে; অথবা তারা ভয়ে আর চনপাড়ার পথ মাড়াচ্ছেন না।

মবজাস্টিস' মানবতার শত্রু হয়ে

আন্তর্জাতিক দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিবসটি'র তাৎপর্য অপরিসীম। প্রতি বছর ২৬শে জুন জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক এই দিবসটি পালিত হয়। এই দিবসটি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংহতি জানানোর জন্য পালিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অধীন জাতিসমূহ ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলেও সারা বিশ্বে সহিংসতা ও সংঘাত বন্ধ হয়নি।

তিনি বলেন, আমি তাই নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নির্যাতিত মানুষকে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথে নানা প্রতিকূলতা বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি। মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ বিশ্বের সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমেই নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী গোষ্ঠী ও স্বৈরশাসককে পরাস্ত করা সম্ভব।

'কমিউনিটি কুয়েশ্চন টাইম উইথ

চিহ্নিত করতে। এর সমাধানে যথাযথ পথ খুঁজে বের করাও আমার দায়িত্ব।

হাইকমিশনার ১৯ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে 'কমিউনিটি কুয়েশ্চন টাইম উইথ হাইকমিশনার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। এতে রেওয়াজ অনুযায়ী ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও হাইকমিশনারের প্রারম্ভিক রক্তব্য ছাড়া কোনো গতানুগতিক বক্তব্যের সুযোগ ছিলো না।

প্রেস ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, আমরা এই আয়োজনের মাধ্যমে সব কিছুর জবাব বা সমাধান পাবো তেমনটি আশা করি না। আমরা চাই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো বার বার আলোচনায় আসুক। যথার্থ ও সম্মানের সাথে প্রশ্ন করা বা জবাবদিহিতার কালচার অব্যাহত থাকুক। আর সাহস নিয়ে এমন জবাবদিহীমূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ায় আমরা হাইকমিশনারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ বলেন, প্রেস ক্লাব আগেও বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার, ঢাকার বৃটিশ হাইকমিশনার, মন্ত্রী, প্রথম বাংলাদেশি এমপি এবং প্রথম নির্বাহী মেয়রকে নিয়ে এমন আয়োজন করেছে। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা দুটো বিষয় এচিভ করতে চাই। একটি হলো, লন্ডনের সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে হাইকমিশনের একটি ব্রিজ স্থাপন করে দেওয়া । দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরা, যাতে নতুন হাইকমিশনার কমিউনিটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারনা নিয়ে যেতে পারেন এবং সেই আলোকে কমিউনিটির মানুষের আশা প্রত্যাশা পুরনে কাজ করতে পারেন । তিনি বলেন, একজন হাইকমিশনার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি । তাঁর সদিচ্ছা থাকলে হাইকমিশনের সেবার মানোন্নয়ন ও কমিউনিটির জন্য অনেক কাজ করতে পারেন।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রশ্ন বা মতামত তুলে ধরেন, ইউকেবিসিসিআই'র চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ ওবিই, বৃটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ডিজি সলিসিটর দেওয়ান মাহদী, ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ওলি খান এমবিই, ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তোফাজ্জুল মিয়া, সোসাইটি অব বৃটিশ বাংলাদেশী সলিসিটর্স এর প্রেসিডেন্ট সলিসিটর নুরুল গাফফার, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসাইন ও একাউন্টেন্ট ক্লাব ইউকে'র প্রতিনিধি এ মুহিত। নেতৃবৃন্দ কমিউনিটির বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন । অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী ও ট্রেজারার সালেহ আহমদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

সাংবাদিকরা হাইকমিশনের সেবার মান, ওয়েব সাইটের দুর্বলতা, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, নো ভিসা ফি ও দেশী ভেজিটেবল আমদানিতে জটিলতাসহ কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন রাখেন ।

বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক লন্ডন সফর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও ওঠে আসে । হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম মনোযোগসহ প্রশ্নগুলো শুনেন এবং উত্তর দেন । কিছু জটিল ও কঠিন প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে।

আবিদা ইসলাম বলেন, প্রবাসীরা সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়ন, প্রবাসীদের জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতা দূরীকরণে প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল স্থাপন, বার্মিংহামের স্মল হিথ পার্কে বহির্বিশ্বে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান, দেশীয় শাক-সবজি আমদানিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করেছেন । আমি সরকারের কাছে আপনাদের সেই সব দাবি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দেবো।

উপদেষ্টা আসিফকে 'ক্ষমা চাইতে হবে':

আসিফ মাহমুদ অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু কথা বলেছেন। আসিফ বলেছেন, 'বিএনপির এক নেতার ইন্ধনে ইশরাকের আন্দোলন হয়েছে।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার ঢাকার ভোটারদের চরম অপমান করা হয়েছে।উপদেষ্টা আসিফ ''ঔদ্ধত্যপূর্ণ' আচরণ' করেছেন বলেও মন্তব্য করেন ইশরাক।

ইশরাকের কথায়, উপদেষ্টা আসিফ নিজেকে অন্যদের তুলনায় 'শ্রেষ্ঠ' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন এবং তাকে 'চরমভাবে হেয় করেছেন'।

"ঢাকার অধিবাসীদের প্রতি চরম অবমাননাকর এই বক্তব্যর জন্যে তাকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছি।""ঝড়, বৃষ্টি, তীব্র রোদ উপেক্ষা করে দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে আন্দোলন করা ঢাকার এই জনগোষ্ঠীকে, একটি বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নাগরিক থেকে পশুর মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটার জন্যে তাকে অবশ্যই নাগরিকদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"গত ১৪ মে থেকে নগর ভবনের সামনে 'ঢাকাবাসী' ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে ইশরাক সমর্থক ও বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে ডিএসসিসি কর্মচারী ইউনিয়নও তাতে যোগ দেয়।

আন্দোলনকারীরা নগর ভবনের প্রধান ফটক, বিভিন্ন দপ্তরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। এতে সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।মাঝে ঈদ ঘিরে ছুটির কদিন নগর ভবনে ইশরাক সমর্থকদের আন্দোলনে পাওয়া যায়নি। ঈদের ছুটির শেষে অফিস খোলার প্রথম দিন থেকেই ফের সেখানে আন্দোলন শুরু করেন ইশরাক সমর্থকরা। সে সময় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সেবা কার্যক্রমে অচলাবস্থা কাটাতে নিজের তত্ত্বাবধানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন ইশরাক। জন্ম নিবন্ধন সনদসহ দৈনন্দিন জরুরি সব সেবা চালু থাকার ঘোষণা দিয়ে ইশরাক বলেছিলেন, অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কর্মকর্তারা অফিস করতে পারবে না।

এর মধ্যে নগর ভবনে কর্মচারীদের নিয়ে সভা করেন ইশরাক। সভার ব্যানারে তার নামের আগে লেখা ছিল 'মাননীয় মেয়র'।

এরপর গত ১৮ জুন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, মেয়াদ 'শেষ হয়ে যাওয়ায়' ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে ইশরাক হোসেনের আর শপথ নেওয়ার সুযোগ নেই।ইশরাকের ভাষ্য, "আসিফ বলেন, আমাকে তার নির্বাচনী এলাকা কুমিল্লার একটি উপজেলার জনৈক বিএনপি নেতা প্ররোচণা দিয়েছেন। এই আন্দোলনে অর্থ ও লজিস্টিক দিয়েছেন এবং তার কাছে নাকি প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ তিনি জাতির সামনে তুলে ধরবেন অন্যথায় তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

"এখানেই তিনি থেমে থাকেন নাই। তিনি বলেছেন বিএনপির একটি অংশের সরকারের সাথে বোঝাপড়ার দূরত্ব তৈরি হওয়ার কারণে আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বিএনপির মত ঐতিহ্যবাহী পুরানো বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে হেয় করেছেন এবং একটি অসত্য অভিযোগ তুলেছেন। তিনি নিজেকে বিশাল কোনো মহামানব হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। উনি হয়ত ভুলে গেছেন ওনার জন্মের আগে বিএনপির জন্ম হয়েছে।"

ইশরাক বলেন, "আসিফ এটাও বলেছে আমার পক্ষ থেকে যারা নেগোসিয়েট করতে এসছেন তারা শুধু আমার পক্ষে নেগোসিয়েট করেন নাই। আমার বিষয়টি সম্পূর্ণ আইনি এবং এখানে নেগোসিয়েট করার কোন সুযোগ নাই । আদালত স্পষ্ট করে রায় এর মাধ্যমে কি করতে হবে তা বলে দিয়েছে।

"তাহলে নেগোসিয়েট কারা করছে তা আমাকে জানাতে হবে, কারণ একমাত্র আমাদের দলীয় প্রধানের বাইরে অন্য কোন বাক্তিকে আদালতের রায় কার্যকর সংক্রান্ত যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোন কথা বলার সম্মতি দেই নাই। তার এই অস্পষ্ট কথাবার্তায় প্রতীয়মান তিনি হয় মিথ্যা বলছেন না হয় তার বুদ্ধিমত্তা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় চালানোর জন্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের

মূল বিষয়গুলো ছিল-প্রবাসীদের জন্য প্রবাস থেকেই ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, বিমানের টিকিট সংক্রান্ত ভোগান্তি, বাংলাদেশ বিমানের ভাড়ায় বৈষম্য, বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোকে সিলেটসহ দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরে অবতরণের সুযোগ প্রদান এবং বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি বন্ধ করা। এছাড়াও প্রবাসীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জবর-দখলের সমস্যা এবং তার প্রতিকারের বিষয়েও আলোচনা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপিকেপি চেয়ার আলহাজ এম এ বারী এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক বাবুল। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন ট্রেজারার ডা. মাসুক আহমেদ।

সভায় বক্তারা একযোগে দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। উপস্থিত উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিপিকেপির প্রধান উপদেষ্টা শাহগীর বখত ফারুখ, উপদেষ্টা আহমেদ উস সামাদ জেপি ও আজিজ চৌধুরী, মাইন উদ্দিন আনসার, আশিকুর রহমান, পারভেজ কোরেশী বি.ই.এম।

অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব বশির আহমেদ বি.ই.এম, এম এ মুনিম ওবিই, অলী খান এমবিই, তফাজ্জল মিয়া, সাবেক স্পিকার খালেদ সাইফুদ্দিন, ব্যারিস্টার লুতফুর রহমান, অহিদ উদ্দিন, সিরাজ হক, ডা. শাহনুর খান, তাইসির মাহমুদ, মানিক মিয়া ও সিরাজুল বাসিত চৌধুরী।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ইউকে সহ বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রবাসীদের অধিকার রক্ষায় ধারাবাহিক কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য উভয় সরকারের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হবে।

প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন হোয়াইট পেপার

হুমকিরমুখে পড়তে পারে; ক্ষুন্ন হতে পারে পরিবার, ব্যাক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, ও প্রতিষ্টিত মানবাধিকার। স্বাধীনবিচার ব্যবস্থা ও বিচারকরাও চাপেরমুখে পড়তে পারেন। বিগত ২৪ জুন ২০২৫ পূর্ব লন্ডনের একটি হলে দ্যা সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরস (এসবিবিএস) আয়োজিত বিশেষায়িত সেমিনারে বক্তাগণ এই অভিমত বেক্ত করেন।

সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ পথ করেন ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা আইনজীবী কিংস কাউন্সিল ব্যারিস্টার মানজিৎ গিল। সংগঠনটির সভাপতি ও দ্য ল সোসাইটি অব ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস এর কাউন্সিল মেম্বার সলিসিটার মুহাম্মদ নুরুল গাফ্‌ফারের সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জাজ বেলায়েত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন দ্য ল সোসাইটি অব ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস এর ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রেট ডিক্সন। সলিসিটার মুনসাত হাবিবের সঞ্চালনে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশ নেন ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার শাহ মেজবাউর রহমান, সলিসিটার আব্দুলহালিম, ফজলে এলাহী, সুহেল আহমেদ, ফেরদৌসী কবির প্রমুখ।

সেমিনারে সম্প্রতি প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন শ্বেতপত্রের বিভিন্ন দিক এবং আইনজীবিদের এবং সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব, আইনি গবেষণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অও-এর দায়িত্বশীল ব্যবহার, আইনি পেশাদারদের উৎস জিজ্ঞাসাবাদ এবং বর্তমান আইনের উপর নির্ভরতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আলোচিত একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ২০১২এবং ২০২২ বিধিবদ্ধ দলিলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যাখ্যা, এ আই উত্পাদিত তথ্যের সময়োপযোগীতা এবং নির্ভুলতা যাচাইয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে।

মিঃ ডিক্সন - এ আই প্রতিস্থাপন হিসাবে নয় বরং একটি পরিপূরক গবেষণা হাতিয়ার হিসাবে কীভাবে দেখা উচিত সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য ভাগ করে নেন। তিনি নোটবুক এল এম এর মতো প্ল্যাটফর্মের সম্ভাবনার উপর জোর দেন, যা প্রাসঙ্গিক নোট এবং যাচাইকৃত উৎসের লিঙ্ক প্রদান করে - আইনজীবীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যাদের বাস্তবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

প্যানেলিস্টরা একমত হন যেএ. আই দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত ত্রুটি নয়, বরং প্রায়শই ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততা এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন থেকে উদ্ভূত হয়। ইভেন্টটি আইনজীবি পেশাদারদের একটি শক্তিশালী নৈতিক এবং পদ্ধতিগত কাঠামোর মধ্যে এ আই কে গবেষণা সহকারী হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ব্যবহারে সলিসিটারদের সতর্ক হওয়ার পরামশ দেয়াহয়।

এই সেমিনারটি আইনি পেশা এবং উদীয়মান প্রযুক্তির মধ্যে তথ্যবহুল সংলাপ প্রচারের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যা উদ্ভাবন, স্বচ্ছতা এবং পেশাদার সততার প্রতি ল সোসাইটির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

হাসিনার ফাঁসি চেয়ে ফেসবুকে পোস্ট

পোস্ট ডেস্ক : আদালত অবমাননার মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমিনুল গণি টিটুকে সরিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট'-এর প্রশ্ন তুলে আমিনুল গণি টিটুকে সরিয়ে তার পরিবর্তে আমির হোসেনকে নতুন আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। গতকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন।

মামলার অ্যামিকাস কিউরি (আদালতের আইনি সহায়তাকারী) হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মশিউজ্জামান মামলার প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলে দুই সপ্তাহ সময় চান। পরে ট্রাইব্যুনাল এক সপ্তাহের সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ২রা জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সহ অন্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।সকালে আদালত অবমাননা মামলায় শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য ট্রাইব্যুনালে আসেন আমিনুল গণি টিটু। এ সময় আমিনুল গণি দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আদালতকে জানান, তিনি তার মক্কেলকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, এরই মধ্যে আমরা কিছু নেতিবাচক তথ্য পেয়েছি। আপনি কি এখনো চালিয়ে যেতে চান। জবাবে তিনি বলেন, আমি বিগত ৩৬ বছর আইন পেশায় কর্মরত আছি। আমি নিরপেক্ষ থেকে আমার মক্কেলকে রক্ষা করবো। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, একসময় আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিযুক্ত হাসিনা (শেখ হাসিনার ফাঁসি চেয়ে)কে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। তাই প্রশ্ন উঠেছে আপনি সত্যিই নিরপেক্ষভাবে তাকে রক্ষা করতে পারবেন কিনা। জবাবে আমিনুল গণি বলেন, আমাকে ট্রাইব্যুনালই নিয়োগ দিয়েছে। আমি একজন সৎ আইনজীবী। আমি হাসিনার বিরুদ্ধে করা মূল মামলায় ডিফেন্ড করছি না। নিজেকে প্রমাণ করার একটি সুযোগ প্রয়োজন। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, আমাদের কাছে ন্যায়বিচারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই মামলায় দাঁড়ানো উচিত না। আমরা আপনার সম্পর্কে জানি। ভবিষ্যতে আপনার প্রয়োজন হবে। তখন আমিনুল গণি নিজের থেকেই সরে যাওয়ার কথা ট্রাইব্যুনালকে জানান। পরে ট্রাইব্যুনাল তার পরিবর্তে আমির হোসেনকে নতুন আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ আদেশ দেন।

শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এইচ এম তামিম সাংবাদিকদের বলেন, আদালত অবমাননার মামলায় সিনিয়র আইনজীবী আমিনুল গণি টিটুকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সম্মান দেখানোয় তিনি ট্রাইব্যুনালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যেহেতু তার ব্যাপারে একটি ইস্যু জানতে পেরে তিনি নিজে থেকেই এই মামলা থেকে প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। যেহেতু তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, তার পরিবর্তে মো. আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এর আগে, শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয় ট্রাইব্যুনাল-১। গতকাল আদালত অবমাননার মামলায়ও শেখ হাসিনা ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মো. শাকিল আলমের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে দু'টি মামলায়ই শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেন কাজ করবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মামলায় শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন আসামি। এর মধ্যে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হলো।

জমি নিবন্ধনে উৎসে কর আরও ১ শতাংশ কমল

আবাসন খাতে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করার পাশাপাশি আবাসন খাতের সংগঠন রিহ্যাবের দাবির মুখে আসছে বাজেটে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসে কর আরও কমিয়েছে সরকার।প্রকৃত বিক্রয়মূল্যে ভূমি নিবন্ধন উৎসাহিত করতে আসছে অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে এলাকা ও জমির শ্রেণিভেদে বিদ্যমান ৮, ৬ ও ৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬, ৪ ও ৩ শতাংশ করা হয়। এবার আরও ১ শতাংশ কমিয়ে ৫, ৪ ও ২ শতাংশ করা হয়েছে।

এ পরিবর্তন এনে রোববার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আসছে অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়।

জমি নিবন্ধনে উৎসে কর কমানোর বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান বলেন, "যেহেতু আমরা কালো টাকা সাদার বিধান তুলে দিলাম, এখানে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর একটা দাবি ছিল যেন জমি নিবন্ধনে উৎসে কর কমানোর একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়।"এ বাজেটে দামি এলাকার জন্য উৎসে কর ৮ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ করা হয়েছিল। এখন আমরা আরও ১ শতাংশ কমিয়ে ৫ শতাংশ করেছি। আর যেসব এলাকায় ৬ শতাংশ ছিল সেসব এলাকায় আমরা ৩ শতাংশ করেছি। আর যেগুলো ৪ শতাংশ ছিল সেগুলো ২ শতাংশ।"অর্থাৎ আমরা চাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন দাম বেশি হলে জমির দাম ঠিকঠাক দেখাবে না, সেখান থেকে যেন বেরিয়ে যায়।"

আইনের এ পরিবর্তনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশের গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে। অধ্যাদেশটি জারি করার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়ে যাবে।

২ জুন রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, যেখানে জমি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কমানোর প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

মহররম ঈমানী শোক ও ঈমানী শপথের মাস, আনন্দ উদযাপনের নয়

আল্লামা ইমাম হায়াত

মহররম প্রাণপ্রিয় আহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের ঈমানী শোক ও মহান শাহাদাতে কারবালার লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঈমানী শপথের মাস, আনন্দ উদযাপনের নয়। ইসলাম সূর্য্য, চন্দ্র বা মাস বর্ষ ভিত্তিক নয়; সত্য ভিত্তিক তথা তাওহীদ রেসালাতের ভিত্তিতে ঈমান, শরীয়ত ও খেলাফতে ইনসানিয়াত ভিত্তিক বর্ষ পরিক্রমা প্রাকৃতিক বিষয়, ঈমানী বিষয় নয়। পহেলা মহররম চন্দ্র বর্ষেও আবর্তন, এভাবে সৌর বর্ষ ও ঋতুবর্ষ রয়েছে যার সবগুলোই প্রাকৃতিক ভাবে মানব জীবনের কল্যাণের জন্য দয়াময় আল্লাহতাআলার ব্যবস্থা।

বর্ষ পরিক্রমা সরাসরি ধর্মীয় বিষয় নয় কিন্তু জীবনের অংশ হিসেবে ধর্মের কার্য্য ধারায় যুক্ত, যেমন আমরা চন্দ্র মাসের হিসেবে ঈদে আজম-জাতীয় শহীদ দিবস-ঈদে মেরাজ শরীফ-রমজান-হজ্ব-কদর-বরাত ইত্যাদি পালন করি; তেমনি সূর্য্য পরিক্রমায় নামাজ সেহরী ইফতার ইত্যাদি পালন হয়, অর্থাৎ কোনোটাই ধর্ম ও জীবন থেকে আলাদা নয় আবার একক কোন ধর্মেও নিজস্ব বিষয় নয়, আবার এসব উদযাপনের কোনো ঈমানী তাৎপর্য্য নেই বরং সমস্যা আছে।

কোন বিষয় ও ঘটনা ছাড়া কোন দিবস বা মাসের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কোন দিবস বা মাসের আবহ ও তাৎপর্য্য নির্ধারিত হয় সে দিবস বা মাসের বিশেষ কোন বিষয় বা ঘটনার ভিত্তিতে। দয়াময় আল্লাহতাআলার হাবীবসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের মাধ্যমে আল্লাহতাআলাকে পাওয়া এবং ঈমানদ্বীন ও মুক্তির পথ লাভের কারণে মাহে রবিউল আওয়াল শোকরিয়া-আনন্দ-উৎসব ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যে উদযাপনের মাস হলেও বিশেষ ভাবে মহররম শোক ও শপথের মাস আনন্দ উদযাপনের নয়।

প্রকৃতি বা কোনো বর্ষ পরিক্রমার সাথে সত্য ও মানবতার মুক্তির সরাসরি সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে ঘটনাবলীর সাথে-ইতিহাসের সাথে-সত্য ও মিথ্যার ধারা পরিক্রমা উপলব্ধি করে নিজেদের অবস্থান ও কর্তব্য নির্ধারণের সাথে। দ্বীন-মিল্লাত-মানবতার বিরাজমান মহাসংকট ও মর্মান্তিক দুরবস্থায় সর্বোপরি প্রাণপ্রিয় কেবলাভূমির পরাধীনতার মধ্যে নববর্ষ উদ্যাপনের বিকৃতি মানসিকতা আপত্তিকর দুঃখজনক। চন্দ্র নববর্ষ ইসলামের বিকৃতি কারী বাতিল মওদুদি বাদিরা নিজেদেরকে ইসলামিক কালচারাল হিসেবে প্রদর্শণী করার জন্য এবং অন্য ধর্মের সাথে সংঘাত ও বৈশাখের সাথে দ্বন্দ্ব হিসেবে এবং নিছক একটি বর্ষ ভিত্তিক করে দ্বীন ও মিল্লাতের ক্ষতি করার জন্য প্রদর্শনী করে, অথচ ঈমানের মৌলিক বিষয় ঈদে আজম উদযাপনে কার্পণ্য করে (নাউজুবিল্লাহ)। ঈমানধ্বংসাত্মক মওদুদিবাদের অনুসরণে ও অন্যান্য বস্তুবাদি মূর্খতার অবান্তর গড্ডালিকা প্রবাহের অংশ না হয়ে ঈমানী দৃষ্টি ও ঈমানী বিবেক উপলব্ধি নিয়ে চলা উচিত আমাদের সুন্নী ভাইবোনদের সবার।

মহররম প্রথমতঃ ঈমানী শোকের মাস, মহান কারবালার শাহাদাতের অন্তহীন ব্যথা ও শাহাদাতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে জীবনপণ ঈমানী শপথের মাস। এদিকে প্রাণপ্রিয় পবিত্র কেবলাভূমি বাতিলের জবর দখলে রুদ্ধ, দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে মর্মান্তিক গণহত্যা, অসহায় নিপীড়িত মা বোন শিশুদের আর্তনাদ, সমগ্র মিল্লাত বাতিল ফেরকা ও বস্তুবাদি মতবাদ এবং ধর্মের নামে অধর্ম উগ্রবাদেও হিংস্র অপরাজনীতি ও তাদের স্বৈর দস্যুতন্ত্রের গ্রাসে বিপন্ন, দ্বীন-মিল্লাত-মানবতা তথা সুন্নীয়তের বিরুদ্ধে সর্ব বাতিলের

সর্বাত্মক যুদ্ধ চলছে এবং সে যুদ্ধে ঈমানিয়াত ও ইনসানিয়াতের ধারা পরাজিত, মিল্লাত ও মানবতা রক্তের সাগওে ডুবন্ত, এদিকে ইসলাম বা সুন্নীয়তের নামে বাতিল জালিম অপশক্তির সর্বনাশা দালালি অসৎ স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা, এ অবস্থায় চন্দ্র নববর্ষেও শুভেচ্ছা বা উদ্যাপনের কোনো অবস্থা বা অবকাশ নেই।

ঈমানদার মাত্রই মহররমে কারবালায় ঈমানের মহাকেন্দ্র সত্যেও প্রাণ প্রদীপ প্রাণপ্রিয় খলিফাতুর রাসুল ইমামে আকবার সাইয়্যেদিনা হজরত ইমাম হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু ও মহামহিম পবিত্র আহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামদের কে কাফের এজিদ বাহিনীর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে অতুলনীয় ব্যথা ভরাক্রান্ত। শাহাদাতে কারবালার ঈমানী হৃদয়ের অন্তহীন ব্যথা যন্ত্রনা ঈমানী অনুভূতি যাদের নেই তারাই কেবল মহররমের সূচনায় আনন্দ উৎসব পালন করতে পারে।

কোনো ঈমানদার ঈমানী শোক ও ঈমানী শপথের মহররমকে এজিদবাদি কাফেরদেও মত উৎসব হিসেবে পালন করতে পারেনা। শাহাদাতে কারবালার শোক সমগ্র মুসলিম মিল্লাত ও সমগ্র মানবতার শোক, এটা ইসলামের বিকৃতিকারী বাতিল শিয়াদেও বিষয় নয়। বাতিল শিয়াবাদ শাহাদাতে কারবালার শোকের বিকৃত প্রদর্শনীর আড়ালে সত্য ও মানবতার প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা ও জুলুম উৎখাতের লক্ষ্যে মহাত্যাগের এ শাহাদাতের আসল শিক্ষা ও লক্ষ্যেও বিপরীতে ইসলামের ধ্বংসে লিপ্ত রয়েছে।

মহররম মাস আসলে মহান শাহাদাতে কারবালার ঈমানী শোক আর লক্ষ্য বাস্তবায়নে পবিত্র কলেমার বিপ্লবী শপথের ধারায় যেমন মুমিনদেও পরিচয় প্রকাশ পায়, তেমনি অবাঞ্ছিত শুভেচ্ছা ও নির্মম উৎসবের মাধ্যমে মোনাফেকদেও পরিচয় প্রকাশ পায়। ঈমানী শোক ও শপথ এবং বিপরীতে শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা আড়াল কওে আনন্দ উদযাপনের মাধ্যমে মাহে মহররমে মুমিন আর মোনাফেকের পরিচয় প্রকাশ পায়।

চন্দ্র বর্ষ সৌর বর্ষ ঋতু বর্ষ সবই প্রাকৃতিক সবই সমগ্র মানবতার কল্যাণে দয়াময় আল্লাহতাআলা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান। দিন রাত মাস বছর চন্দ্র সূর্য্য এগুলো কোন এক ধর্ম বা কোনো এক জাতি বা গোষ্ঠীর নয় সর্বজনীন, প্রাকৃতিক এসব বিষয়কে বিশেষ ধর্মীয়করণ বা বিধর্মীয়করণ একেবারেই অবান্তর মূর্খতা সংকীর্ণতা এবং ধর্ম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িক ব্যাধি।

ইসলাম চন্দ্র বা সৌরমাস বর্ষ ভিত্তিক নয় সত্যভিত্তিক তথা তাওহীদ রেসালাতের ভিত্তিতে এবং ঈমানিয়াত ও ইনসানিয়াত ভিত্তিক। ঐতিহাসিক হিজরত মোবারকের বছর থেকে চন্দ্র বর্ষের বর্তমান সন বা বর্ষ হিজরী সন হিসেবে গণণা হলেও হিজরত মোবারক মহররম মাসে হয়নি এবং আলাদা ভাবে হিজরী বর্ষ পালনের শরিয়ত গত কোন ভিত্তি নেই বরং এসব বর্ষ হিসেবে উৎসব উদযাপন শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা তথা দ্বীন ও হিজরত মোবারকের আসল শিক্ষা আড়াল করার চক্রান্তে পর্যবসিত হয়। হিজরত মোবারকের পূর্বেও মহররম সফর রবিউল আউয়াল ১২ মাস ছিলো। শানে রেসালাত ও ঈমান হিজরত ভিত্তিক বা হিজরী সন ভিত্তিক নয় বরং শাহাদাতে কারবালাই তাওহীদ রেসালাতের আলো ও দ্বীন খেলাফতের ধারক।

মহান শাহাদাতে কারবালার আমানত পবিত্র কলেমার তাওহীদ রেসালাত ভিত্তিক জীবন চেতনায় বস্তুবাদি চেতনার আঁধারমুক্ত আত্মা ও একক গোষ্ঠীবাদি স্বৈরদস্যুতন্ত্র মুলুকিয়তের রূদ্ধতা জুলুমমুক্ত জীবন- সমাজ-দেশ ও দুনিয়ার লক্ষ্যে- শাহাদাতে কারবালার দাওয়াত- সর্বজনীন মানবতার রাষ্ট্র ও মানবিক সাম্যেও ভিত্তিতে মুক্ত মানবতার অখন্ড বিশ্বব্যবস্থা খেলাফতে ইনসানিয়াত গড়ে তোলার প্রাণপণ ঈমানী শপথে মুসলিম মিল্লাতের মহান জাতীয় শহীদ দিবস ও মানবতার মুক্তির শাহাদাতের শিক্ষায় পালন করতে হবে মাহে মহররম।

নামাজে হারানো খুশু কীভাবে ফিরে পাবেন?

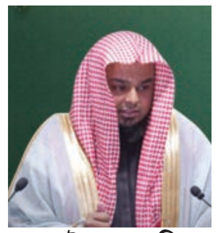

শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক

আমরা যেন সালাত তথা নামাজকে কেবল একটি দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে না নিই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের ঈমানের হৃদস্পন্দন । এটি আখেরাতে আমাদের সফলতার প্রথম মাপকাঠি । এটি সেই প্রথম প্রশ্ন যা কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে করা হবে, যেমন নবীজি (সাঃ) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার যে আমলটির হিসাব প্রথমে নেওয়া হবে তা হলো তার নামাজ। যদি তা সঠিক হয়, তবে সে সফল ও মুক্তি পাবে । আর যদি তা বিঘ্নিত হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" কিন্তু আমরা অনেকেই সালাতে দণ্ডায়মান হই কেবল শরীর দিয়ে, অথচ মন থাকে হাজার মাইল দূরে!

বলছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক। ১৩ জুন শুক্রবার জুমার খুতবায় তিনি কথাগুলো বলেন।

তিনি তাঁর দীর্ঘ খুতবার শুরুতে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেন। বলেন, এক সাহাবি নবীজির (সাঃ) সামনে সালাত আদায় করলেন । কিন্তু নবীজি বলেন: "ফিরে যাও এবং আবার আদায় কর, কারণ তুমি নামাজ পড়োনি।"

এটি তিনবার ঘটল, তারপর ওই সাহাবি বললেন, "আমাকে শেখান, হে আল্লাহর রাসূল ।" তখন নবীজি (সাঃ) তাঁকে শিখালেন কিভাবে শান্তি, ধীরতা, হৃদয় ও মনের উপস্থিতি সহকারে নামাজ আদায় করতে হয়।

এটাই হলো খুশু। সালাতকে কেবল শরীরের গতি যথেষ্ট নয়। আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান থাকার জন্য প্রস্তুত করতে হবে - বিনয়ের সাথে, সজাগ দৃষ্টিতে, প্রতিটি শব্দ ও অঙ্গভঙ্গিকে আল্লাহর সাথে কথোপকথন মনে করে।

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মুমিনরা - যারা তাদের সালাতে বিনয়ী। সূরা আল-মু'মিনূন, নবীজী (সাঃ) বলেন, "এই উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস উঠিয়ে নেওয়া হবে তা হলো খুশু, এমনকি তুমি আর কাউকে খুশু সহকারে সালাহ আদায় করতে দেখবে না।"

আজ আমরা তা-ই দেখছি। আমরা যখনই বলি "আল্লাহু আকবার", তখন মন দৌড়ায় - পরিবার, কাজ, চিন্তা, দুনিয়া। সব কিছু আমাদের টেনে নিয়ে যায় সালাহ থেকে, আমাদের সেই মুহূর্ত থেকে যেটি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হওয়ার ছিল।

তাহলে আমরা কীভাবে খুশু ফিরে পেতে পারি?

১. সালাহ শুরুর আগেই প্রস্তুতি নিন :

সঠিকভাবে ওযু করুন। তাড়াহুড়া নয়, বরং ধ্যান ও সচেতনতার সাথে। নবীজি (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযু করে, তার গুনাহসমূহ শরীর থেকে ঝরে যায়, এমনকি নখের নিচ থেকেও।"

সময়মতো মসজিদে যান । সালাহর আগেই কিছু সময় নিন মন স্থির করার জন্য। ভাবুন, আপনি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছেন।

২. মনোযোগ থেকে বিভ্রান্তকারী বস্তু সরান:

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, এমন অবস্থায় সালাত পড়া মাকরুহ যখন সামনে প্রিয় খাবার থাকে, বা পেশাব-পায়খানার চাপ থাকে । আজকের যুগে তার সাথে যোগ করুন মোবাইল ফোন ও শব্দপূর্ণ পরিবেশ।

৩. আপনি যা বলছেন তা বুঝুন:

আমরা কীভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত পাঠ করি অথচ বুঝিই না? এটি যেন এমন কারো সাথে কথা বলা, যার ভাষা আমরা বুঝি না। প্রতিটি "আল-হামদুলিল্লাহ" আমাদের হৃদয় ভরে দিক কৃতজ্ঞতায় । প্রতিটি "আল্লাহু আকবার" আমাদের মনে করিয়ে দিক তাঁর মহত্ব। হৃদয় জাগানোর জন্য কিছু অনুপ্রেরণার উদাহরণ:

ইমাম বুখারী (রহ.) একবার নামাজরত অবস্থায় একটি বোলতা তাঁকে ১৭ বার হুল ফোটায়, তবুও তিনি নড়েননি । কারণ? তিনি বললেন: আমি একটি সূরার মাঝখানে ছিলাম, এবং আমি তা শেষ করতে চেয়েছিলাম।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এর নামাজ এতটাই স্থির ছিল যে পাখিরা এসে তাঁর পিঠে বসে যেত, মনে করত তিনি একটি মূর্তি।

তাহলে আমরা পরিবর্তনের সূচনা কিভাবে করব?

আমরা রাতারাতি সাহাবাদের মতো হতে পারব না। কিন্তু আজ থেকেই একটি পদক্ষেপ নিতে পারি।

পরবর্তী সালাহ থেকে শুরু করুন। ওযু করুন একান্ত চিত্তে। মনোযোগ হরণকারী সবকিছু সরিয়ে দিন । করআনের অর্থ শিখুন। ধীরস্থিরভাবে সালাহ আদায় করুন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ। শুক্রবার, ১৩ জুন ২০২৫।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৭.০৬.২৫ শুক্রবার	3:15	4:48	01:45	6:30	9:16	10:45
২৮.০৬.২৫ শনিবার	3:13	4:47	01:30	6:31	9:18	10:45
২৯.০৬.২৫ রবিবার	3:54	4:06	01:30	6:46	9:57	10:45
৩০.০৬.২৫ সোমবার	3:52	4:04	01:30	6:47	9:59	10:45
০১.০৭.২৫ মঙ্গলবার	3:50	4:02	01:30	6:48	9:01	10:45
০২.০৭.২৫ বুধবার	3:45	4:00	01:30	6:49	9:02	10:45
০৩.০৭.২৫ বৃহস্পতিবার	3:45	4:57	01:30	6:50	9:04	10:45

নামায শুধুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

দুইবার জীবন পেয়েও শূন্য রানে ফিরলেন এনামুল

আসিথা ফার্নান্ডোর বলে স্টাম্প উড়ে যায় এনামুল হক বিজয়ের। ছবি : মীর ফরিদ, কলম্বো থেকে

শ্রীলঙ্কা সফর যেন ক্রমেই দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে এনামুল হক বিজয়ের জন্য। গল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ হলেন এই ডানহাতি ওপেনার। আসিথা ফার্নান্ডোর বলে ১০ বল খেলে বোল্ড হয়ে ফিরেছেন শূন্য রানে।

তবে বোল্ড হওয়ার আগে দুইবার জীবন পেয়েছেন এনামুল।

ম্যাচের তৃতীয় ওভারে আসিথা ফার্নান্ডোর প্রথম বলেই স্লিপে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন। তবে উইকেটকিপার কুশল মেন্ডিস তালুবন্দি করতে না পারায় সে যাত্রায় বেঁচে যান তিনি। পরের বলেও স্লিপ অঞ্চলে ওঠে ক্যাচ, তবে বল নিচু হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো জীবন পান এনামুল।

পরপর দুইবার জীবন পেয়েও সুবিধা করতে পারেননি এনামুল।

আসিথা ফার্নান্ডোর পরের ওভারে অফ স্টাম্পের বাইরে থাকা বলটিকে পাঞ্চ করতে গিয়ে ব্যাটের ভেতরের কানায় লাগিয়ে স্টাম্পে টেনে আনেন তিনি। ফলাফল-বোল্ড!

দুই ইনিংসেই ব্যর্থ ছিলেন গল টেস্টেও। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ফিরেছিলেন ৪ রানে। আর এবারও শূন্য।

মোট তিন ইনিংসে ৪০ বলেই তার সংগ্রহ মাত্র ৪ রান।

মেসি ‘সর্বকালের সেরা’

আইএফএফএইচএসের সেরা দশে কে কোথায়

আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান ফেডারেশন (আইএফএফএইচএস) সম্প্রতি প্রকাশ করেছে সর্বকালের সেরা ১০ ফুটবলারের তালিকা। সেই তালিকায় ব্রাজিলের পেলে ও স্বদেশি ম্যারাডোনাকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছেন লিওনেল মেসি। এই র‍্যাংকিং নিয়ে ফুটবল বিশ্বে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এই র‍্যাংকিং তৈরি করা হয়েছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ও দলগত অর্জনের ওপর ভিত্তি করে।

৩৮ বছর বয়সী মেসি ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৪৬টি শিরোপা জিতেছেন -বার্সেলোনার হয়ে ৩৫টি, পিএসজির হয়ে ৩টি, ইন্টার মায়ামির হয়ে ২টি এবং আর্জেন্টিনার হয়ে ৬টি। এছাড়া তিনি রেকর্ড আটবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে, যিনি ক্যারিয়ারে তিনটি বিশ্বকাপ (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তৃতীয় স্থানে আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা দিয়েগো ম্যারাডোনা, যিনি ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৯০ সালে রানার্স-আপ হন।

জাতীয় দলের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী ও সফল এক ফুটবল ব্যক্তিত্ব।

চতুর্থ স্থানে রয়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, যার অবস্থান নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে তার নামের পাশে রয়েছে ৯৩৫টি অফিসিয়াল গোল। যদিও তিনি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাননি, তবে ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। পাশাপাশি ২০১৬ সালে পর্তুগালের জার্সিতে ইউরো জয়ের মধ্য দিয়ে দেশের হয়েও বড় অর্জন যুক্ত করেছেন নিজের ঝুলিতে।

আগামী মৌসুমে কোথায় খেলবেন হামজা

বাংলাদেশ জাতীয় দলের মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীকে নিয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় বাংলাদেশি এই ফুটবলারের। জুনে ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম গোলটিও করেন তিনি। এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি চলায় হামজার মনোযোগ পুরোপুরি আগামী মৌসুমের দিকেই।

হামজা তার ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেন লিস্টার সিটির একাডেমি দিয়ে। ২০১৭ সালে ক্লাবটির সিনিয়র দলে অভিষেক হয় তার। সাবেক প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লেস্টার সিটির হয়ে ১০০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এই মিডফিল্ডার। তবে তার ক্যারিয়ারে বার্টন আলবিয়ন ও ওয়াটফোর্ডের মতো ক্লাবে ধারে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

সর্বশেষ, ২০২৪-২৫ মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে হামজা ধারে যোগ দেন শেফিল্ড ইউনাইটেডে। চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থানে থেকে মৌসুম শেষ করলেও প্লে-অফ ফাইনালে সান্ডারল্যান্ডের কাছে হেরে প্রিমিয়ার লিগে উঠতে ব্যর্থ হয় দলটি।

ধারের মেয়াদ শেষে হামজা ২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য ফিরছেন তার মূল ক্লাব লিস্টার সিটিতেই। বর্তমানে ক্লাবটির সঙ্গে হামজার আরো দুই বছরের চুক্তি রয়েছে।

লিস্টার প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে যাওয়ায় হামজাকে আগামী মৌসুমে ক্লাবটির হয়েই খেলতে হতে পারে। তবে গ্রীসের নামকরা ক্রীড়া গণমাধ্যম স্পোর্টস এফএস জানিয়েছে, গ্রিক সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন অলিম্পিয়াকোস বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডারকে দলে ভেড়ানোর আগ্রহ দেখাচ্ছে। যদি হামজার সঙ্গে অলিম্পিয়াকোসের চুক্তি হয় তাহলে আগামী মৌসুমে তাকে দেখা যাবে চ্যাম্পিয়নস লিগে।

তবে আগামী ২০২৫-২৬ মৌসুমে কোথায় দেখা যাবে বাংলাদেশের এই তারকা ফুটবলারকে-তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে ইউরোপিয়ান বড় মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সম্ভাবনা দেশের ফুটবলের জন্য নিঃসন্দেহে বড় সুখবর।

এখন দেখার বিষয়, হামজা কি লিস্টারে থেকে দলকে আবার প্রিমিয়ার লিগে তুলবেন, নাকি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পাড়ি জমাবেন গ্রীসে।

৫১ বছর পর কোপা ইতালিয়ার শিরোপা জিতল বোলোনিয়া

রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়ল বোলোনিয়া। কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইতালিয়ান জায়ান্ট এসি মিলানকে। এই জয়ে ১৯৭৪ সালের পর এই প্রথম কোনো মেজর শিরোপা জিতল ক্লাবটি।

ম্যাচে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেছেন সুইজারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ডান এনদোয়ে।

বক্সের ভেতরে পাওয়া বল দখলে নিয়ে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান তিনি।

নিয়ম অনুযায়ী কোপা ইতালিয়ার জয়ী দল ইউরোপা লিগে খেলার সুযোগ পায়। এই জয়ের মাধ্যমে সিরি এ'র টেবিলে সপ্তম স্থানে থাকা বোলোনিয়া আগামী মৌসুমে ইউরোপা লিগে খেলতে পারবে।

অন্যদিকে, ২০০৩ সালের পর আর কোপা ইতালিয়া শিরোপা জিততে না পারা এসি মিলান এখনো কোন ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় খেলার টিকিট পায়নি।

মৌসুমে দারুণ খেলতে থাকা বোলোনিয়া মাঠে নামে স্কটিশ মিডফিল্ডার লুইস ফার্গুসনের নেতৃত্বে। প্রথমার্ধে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি দলটি।

প্রথমার্ধে সুযোগ এসেছে এসি মিলানের সামনেও। কিন্তু গোলরক্ষক লুকাশ স্কোরুপস্কির দারুণ সব সেভে ম্যাচে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে বোলোনিয়া।

এসএমই খাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

আমিমুল আহসান তানিম

২১ মে ২০২৫ তারিখে হাউস অব কমন্সের কমিটি রুম 6-G SME4Labour আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ডটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়িক নেতা এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিরা যুক্তরাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার (SMEs) বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল Employment Rights Bill- একটি প্রস্তাবিত আইন, যার লক্ষ্য কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এতে রয়েছে যেমন: নমনীয় কর্মপদ্ধতির অধিকারে প্রবেশাধিকার, বেতনের স্বচ্ছতা, এবং ছাঁটাই সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করা (Gov.uk, 2025)। কিন্তু এই আইন নিয়ে SMEs খাতে প্রচুর অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই, প্রশিক্ষণ বা বাস্তব সহায়তা নেই-ফলে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসাই জানেই না এই আইন তাদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে।

এই প্রেক্ষাপটে আলোচনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ছিল সরকারের সদ্য ঘোষিত ইউকে-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি (EU Deal), যা ১৯ মে ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই চুক্তির আওতায় খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উপর সীমান্ত পরীক্ষায় ছাড়, কার্বন ক্রেডিট বাজারে পারস্পরিক স্বীকৃতি, এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রায়৷৯ বিলিয়ন পাউন্ডের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধার উল্লেখ রয়েছে (BBC News, 2025)।

এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে সরকার যেভাবে ব্যাপক প্রচার, ওয়েবসাইট গাইডলাইন, এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ চালিয়েছে-তা ঝগউ খাতের পক্ষ থেকে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে,

> **যদি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এত তথ্য, প্রচার ও প্রস্তুতি দেওয়া হয়, তাহলে দেশের অভ্যন্তরে একটি বড় আইন আসার সময় SMEs-কে কেন সেইভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে না?**

Employment Rights Bill-এর ক্ষেত্রেও এমন কোনো প্রচারণা বা সহায়ক নির্দেশনা দেখা যায়নি।

আমার প্রশ্ন ছিল: যদি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এত তথ্য, প্রচার ও প্রস্তুতি দেওয়া হয়, তাহলে দেশের অভ্যন্তরে একটি বড় আইন আসার সময় SMEs-কে কেন সেইভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে না?

আমরা দেখেছি, রিটেইল, কনভিনিয়েন্স শপ, হসপিটালিটি সেক্টরের মতো খাতগুলো নিয়ম পরিবর্তনের ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ তারা সবসময় সরকারের নীতিকে বাস্তবায়নের প্রথম সারিতে থাকে। তাই নীতিমালার সঙ্গে যদি পর্যাপ্ত সচেতনতা, সহায়তা, এবং রূপান্তরকালীন গাইডলাইন না দেওয়া হয়-তাহলে তা লাভের বদলে ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি আশাবাদী হয়েছি যে, SME4Labour একটি এমন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এসব বাস্তব সমস্যার কথা বলা যায়, এবং তা নীতিনির্ধারকদের কানে পৌঁছানো সম্ভব।

SMEs কেবল অর্থনীতির চালিকাশক্তি নয়, তারা স্থানীয় কর্মসংস্থান, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উদ্ভাবনের উৎস। তাই ঝগউ খাতকে কেন্দ্র করে আরও কার্যকর প্রচার, বাস্তবসম্মত সহায়তা, এবং সময়োপযোগী নির্দেশনার দাবি জানাচ্ছি।

আমিমুল তানিম - নির্বাহী সদস্য, SME4Labour
২১ মে ২০২৫

"শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আমাদের রেমিটেন্স"

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীগন কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্স বিরাট ভূমিকা রাখছে। প্রবাসীগন কর্তৃক প্রেরিত অর্থের ফলে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। গ্রাম্য বাজারগুলোতে ফ্রিজ, এসি, বিলাসজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। জনগনের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে উন্নতমানের হোটেল অথবা রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠছে। বিভিন্ন উন্নত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত মিষ্টি, দই, ফাস্ট ফুড আইটেম গ্রামেই এখন পাওয়া যাচ্ছে। মূলত রেমিটেন্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের ফলে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে জীবনযাত্রার মান। জনগনের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বিলাসী দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মোট রেমিটেন্সের পরিমান ছিলো ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৩ সালে এর পরিমান ছিলো ২৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে দেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের ১৯% এসেছে সৌদি আরব থেকে এবং আমেরিকা থেকে এসেছে ১৮% রেমিটেন্স। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালোয়েশিয়া ও ইতালী থেকে এসেছে যথাক্রমে ১২%, ১০%, ৮%, ৬%, ৫% এবং ৫% রেমিটেন্স। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশী। এর মাঝে সৌদি-আরবে অবস্থান করছেন প্রায় ২৬ লাখ বাংলাদেশী। মালোয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, সিঙ্গাপুর, ওমান ও কাতারে অবস্থান করছেন যথাক্রমে ১০ লাখ, ৭ লাখ, ৭.৫ লাখ, ৬.৮ লাখ এবং ৪ লাখ বাংলাদেশী। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন প্রায় ৪ লাখ ৬০ হাজার বাংলাদেশী । ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে জনবল যে সকল দেশে গমন করেছেন তার মধ্যে শুধুমাত্র সৌদি-আরবে গমন করেন ৫৪% জনবল। এছাড়াও সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ওমান, সিঙ্গাপুর ও মালোয়েশিয়াতে গমন করেন যথাক্রমে ৯%, ১৬%, ৬% এবং ৪% জনবল। ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী কর্মরত জনবলের মাঝে ৫৪.২৩% অদক্ষ শ্রেনির, ২৩.৬২% দক্ষ শ্রেনীর, ১৭.৫৬% স্বল্প-দক্ষ এবং পেশাদার জনবল মাত্র ৪.৫৯%। অদক্ষ-জনশক্তিকে যদি দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় তবে নিঃসন্দেহে প্রবাসীগনের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমান অনেকাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। গড়ে একজন ফিলিপাইনের শ্রমিক প্রতি মাসে দেশে প্রায় ৫৫০ ডলার পাঠাতে সক্ষম হয়ে থাকেন। ভারতের একজন শ্রমিক গড়ে ৩০০ টাক পাঠাতে সক্ষম হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের একজন শ্রমিক গড়ে দেশে প্রতি মাসে প্রায় ২০০ মার্কিন ডলার পাঠাতে সক্ষম হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের অদক্ষ শ্রমশক্তিকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রপ্তানির করা সক্ষম হলে এর পরিমান ৪০০ মার্কিন ডলার হতে পারতো এবং দেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্স ৩৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করা সম্ভব হতো। দেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্স বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ, সঞ্চয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হতো। মনে করি, কোন পরিবারের আয় রেমিটেন্স বৃদ্ধির কারণে মাসে ৩০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা হলো। আয় বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকগনের পরিবার বেশী পরিমান অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হবেন। আয়স্তর বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির পাবে। চাহিদাকৃত দ্রব্যগুলো যোগান দেয়ার জন্য বিনিয়োগ, ব্যবসা-বানিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব পেতো। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কারণে পুনরায় জনগনের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতো এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা সক্ষম হতো। অদক্ষ শ্রমিকগনকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী। পেশাদার জনবল বলতে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিত পেশাজীবীগণকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইলেকট্রিশিয়ান, গার্মেন্টস কর্মীগণ দক্ষ জনবল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। অদক্ষ জনবলকে দক্ষ জনবলে রুপান্তরের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রামের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বিদেশে কর্মের সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে এমন পেশার জনবল তৈরীর লক্ষের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পেশাজীবি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে উন্নয়মুখী পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইন্সটিটিউশন গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে কাজ করার জন্য যে পরিমান দক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং বাংলাদেশী জনবলের যে পরিমান দক্ষতা রয়েছে সেই গ্যাপ বা ব্যবধান শনাক্ত করা প্রয়োজন এবং ব্যবধান নিরসনের লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষন প্রয়োজন। সে সকল দক্ষতা অর্জন করতে পারলে বিদেশে চাহিদা বেশী হয়- সে সকল দক্ষতা অর্জনের দিকে ফোকাস করা প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত দক্ষ বিদেশী জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহের সহায়তার মাধ্যমে উন্নত মানের টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করা সম্ভব।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Border Security bill won't respect migrants' rights without reform

Parliament's Joint Committee on Human Rights (JCHR) last week published the report of its inquiry into the Government's Border Security, Asylum and Immigration Bill.

Importantly, the Committee finds that a number of amendments are necessary to ensure the Bill upholds human rights and targets the perpetrators of organised immigration crime, rather than punishing the victims of people smuggling and modern slavery.

The JCHR stated: "The Bill introduces a number of new offences targeted at organised criminal gangs that are facilitating unlawful migration. We support this aim. However, we are concerned that the new offences in the Bill are drafted excessively broadly and pose a serious risk of criminalising refugees and other vulnerable groups. Consequently, they risk breaching various international legal obligations, which protect against the penalisation of refugees, smuggled persons, and victims of modern slavery. Accordingly, we propose amendments to the Bill to narrow the scope of the offences and strengthen the safeguards."

In relation to the Bill's clauses 13 and 14 on 'supplying, or handling, articles for use in immigration crime', the Committee urges the Government to narrow the scope of the offences so they apply only to individuals involved in smuggling for financial or material gain. It also recommends raising the mental element of the offence from a low threshold of "knows or suspects" to a higher standard of "intends" or "is reckless," thereby preventing the criminalisation of those acting without culpable intent.

The Committee further calls for the "reasonable excuse" defence to be explicitly interpreted in line with international obligations, including Article 31 of the Refugee Convention, the UN Smuggling Protocol, and the Council of Europe Convention Against Trafficking.

Additionally, it recommends that the offences in clauses 13 and 14 be added to the existing statutory defence in section 31 of the Immigration and Asylum Act 1999, which protects refugees arriving directly from danger.

Regarding clause 15, the Committee proposes amending the list of exempted "relevant articles" to include essential items commonly carried by asylum seekers, such as hygiene kits. For clause 16 on 'collecting information for use in immigration crime', the JCHR repeats the recommendation to limit the offence to those acting for financial or material gain and to raise the mental threshold in a similar way to clauses 13 and 14. It also calls for the same interpretive guidance on the "reasonable excuse" defence and recommends extending the section 31 statutory defence to cover this offence as well.

The Committee also reiterates its support for fully incorporating Article 31 of the Refugee Convention into domestic law via section 31 of the Immigration and Asylum Act 1999. This should include not only the new offences in the Bill but also the offence of illegal entry under section 24 of the Immigration Act 1971.

For the Bill's clause 18, the Committee recommends that it redrafted to provide greater clarity and to ensure it is narrowly tailored to its legitimate aim. The clause which creates a new offence for individuals travelling by sea to the UK from France, Belgium, or the Netherlands, where an act "causes or creates a risk" of death or serious physical or psychological injury to another person. Stakeholders warned the JCHR that this offence could capture a far wider group than those it is meant to target, especially as many small boats are overcrowded and in poor condition. The JCHR says the Bill should be amended to include a mental element so that only intentional or reckless conduct is criminalised.

With regard to the clauses 19 to 26, which gives new powers to search, seize and retain phones and other electronic devices, the Committee says greater clarity is needed on how this would be used in practice, as it may otherwise lead to indiscriminate searches and seizures.

Clause 52 is also recommended for amendment. The clause allows courts to impose electronic monitoring as part of a Serious Crime Prevention Order (SCPO), based on a broad test of whether it is "appropriate" to protect the public. This power permits monitoring for up to twelve months, with the possibility of indefinite extensions, yet the JCHR notes there are no clear criteria for such extensions. Given the serious intrusion into individuals' right to privacy, the Committee recommends that the threshold for imposing electronic monitoring should be higher and based on a test of necessity and proportionality, rather than mere appropriateness.

Clauses in the Bill that would allow the transfer of personal biometric data to other nations and international organisations should be scrapped, the JCHR recommends, as they inappropriately remove the normal safeguards in data protection legislation.

While the Bill repeals some sections of the Conservatives' Illegal Migration Act 2023 (IMA), others will remain in place. This includes section 59, which is partially in force and significantly expands the UK's inadmissibility regime by extending the list of so-called 'safe countries' to include non-EU states such as Albania, Georgia, and India. If fully enacted, all asylum and human rights claims made by nationals of the listed countries will be declared inadmissible and will not be considered.

The Committee states regarding section 59 of the IMA: "We share the concerns of our predecessor Committee that, whilst the states listed may be considered safe in general, this does not guarantee the safety of all individuals from these states, especially those who are members of particular social groups facing persecution. It must be possible for such individuals who face a real risk of persecution upon return to make a protection or human rights claim which must be considered on its merits in order to guard against the risk of refoulement. If the Government chooses to bring section 59 of the Illegal Migration Act into force, it should, at the very least, periodically review the list of safe, with a particular consideration of the rights of minority groups."

Summing up the Committee's overall findings, Chair Lord David Alton commented: "It is right that the Government does all it can to ensure a legislative framework is in place to help eradicate this terrible and dangerous criminality. But at present, the scope of the offences is too broad and the safeguards are too weak.

"The Bill needs to target those who are profiting from organised immigration crime. The people they are exploiting need to be protected, but at present there is a risk that the most vulnerable are caught by these new offences."

"Our report proposes a number of amendments to tighten up the Bill, to ensure it respects the UK's human rights obligations and provides clarity and oversight of the powers allowed. It has the right intent but it needs to be watertight."

Team London Crowned Inter City Bangla Cup Champions

By Talha Rahman : With one round of games still to play, Team London were crowned Inter City Cup champions in spectacular fashion, wrapping up the title at the tail end of a dominant campaign.

Game one in Maidenbower was a tense and nervy showdown against second placed Birmingham Legends. In a match full of high stakes and tight margins, it was Masum Ahmed who broke the deadlock with a hotly contested winner. Despite Birmingham's protests, the referee judged the ball had crossed the line. A stubborn and resolute backline, led by Mamun Uddin, Saim Hussain, and Mofojul Ali, soaked up waves of pressure to preserve a vital clean sheet.

In game two, London faced a fierce challenge from KSE. Masum Ahmed again opened the scoring, but KSE fought back to level. The encounter was end-to end, but Nasim Ahmed's composed play in midfield kept London steady. Md Raqeeb Shamim's agility in making three point blank saves was a huge point in keeping the scores level. Sherif Ahmed nearly stole it late on, and a hard earned point moved London within touching distance of the title.

The final game sealed the triumph in emphatic style. A 5-1 demolition of Luton confirmed London's place at the top. Masud Miah and captain Aktar Hussain were nothing clinical, scoring two apiece, while Helal Uddin delivered a creative masterclass with four assists - his vision and delivery proving instrumental.

The result was the icing on the cake of a memorable campaign.

Team London full back Mamun Uddin said: "We've worked incredibly hard for this moment. Every player gave their heart. Defending was a team effort, and this win means everything to us."

Captain Aktar Hussain added: "It's been a long road, but the team spirit has been unbelievable. I'm proud of every single player. This is for the community."

Head Coach Emdad Rahman commented: "The boys have been immense. This was about belief, unity and representing our city with pride. What a journey!"

Football's power goes beyond goals and trophies. It fosters friendship, respect, health, and hope. This London team have shown that with hard work and heart, sport can be a force for great change.

The Inter City Bangla Cup is a nationwide grassroots football competition that brings together teams representing cities. This is a celebration of heritage, community, and the power of football to unite and uplift.

Team London - Inter City Bangla Cup Champions

Md Raqeeb Shamim, Saiful Islam, Mamun Uddin, Sherif Ahmed, Saim Hussain, Kamruz Zaman, Akbal Ahmed, Anamul Hoque, Sana Miah, Masud Miah, Helal Uddin, Saad Miah, Mofojul Ali, Masum Ahmed, Nasim Ahmed, Aktar Hussain.

Head Coach: Emdad Rahman

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1060 ◆ Friday 27 June - Thursday 03 July 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

মবজাস্টিস' মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে

পোস্ট ডেস্ক : 'মবজাস্টিস' নামে এক হিংস্র উন্মাদনা মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল 'নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে' এক বাণীতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, রক্তোন্মদনা যেন দেশে দেশে এক ভয়ঙ্কর হানাহানি ও রক্তারক্তিতে অব্যাহত রেখেছে। এই কারণে বিশ্বের অসংখ্য মানুষ নিহত ও আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী তাদের বিরোধীদের ওপর সীমাহীন ক্রোধে ভয়ানক দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সেইসব দেশে নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ মারাত্মক হুমকির মুখে।

বাংলাদেশে প্রায় ১৬ বছর ধরে চলেছে গণতন্ত্রকে বন্দি করে ভয়াবহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী

আমলে বাংলাদেশকে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিল। মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ সকল প্রকার নাগরিক স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নানা কালাকানুন দ্বারা ছিল শৃঙ্খলে বন্দি। এদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় অন্যায়ভাবে সাজা দিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন মুমূর্ষু দেশনেত্রীর সুচিকিৎসাকেও বর্বর আওয়ামী সরকার নির্দয়ভাবে বাধা প্রদান করেছিল। গোটা দেশটাই ছিল বাকরুদ্ধ, ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে আবদ্ধ।তিনি বলেন, এখন 'মবজাস্টিস' নামে এক হিংস্র উন্মাদনা মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার পরিবেশকে বিপন্ন করবে। আর যেন একমাত্রিক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রবর্তন না হয় সেজন্য গণতন্ত্রকে গতিশীল ও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। মানবতা, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুমহান ঐতিহ্য আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য গণতান্ত্রিক শক্তির অটুট ঐক্য বজায় রাখা অতীব জরুরি। বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সফল আয়োজন

'কমিউনিটি কুয়েশ্চন টাইম উইথ হাইকমিশনার'

লন্ডন ২২ জুন ২০২৫ : যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ হাকমিশনের কাছে কমিউনিটির মানুষের আশা-প্রত্যাশা এবং চাওয়া-পাওয়া অনেক বেশী। একজন প্রবাসী হিসেবে নিজের দেশের প্রতিনিধি বা সেদেশের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের কাছে এমন চাওয়া স্বাভাবিক একটি বিষয় এবং এটি মৌলিক অধিকারেরই একটি অংশ। আমি পরিবর্তিত পরিস্থিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কমিউনিটির অনেক সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে বৈঠক হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আমি সবার সাথে কথা বলে চেষ্টা করেছি সমস্যা গুলো --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে প্রবাসীদের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে লন্ডনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ২৫ জুন ২০২৫: অনাবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ (বিপিকেপি)। মঙ্গলবার লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় যুক্তরাজ্যের পঞ্চাশেরও বেশি সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় আলোচনার --১৭ পৃষ্ঠায়

হোয়াইট পেপার ২০২৫

প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন হোয়াইট পেপার ২০২৫ ব্যাক্তি ও পরিবারের অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে - এসবিবিএস আয়োজিত সেমিনার অভিমত

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্য হোম অফিস কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ইমিগ্রেশন হোয়াইট পেপার ২০২৫ প্রস্তাবমতো আইন হলে অভিবাসী কমিউনিটি, বিশেষায়িত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, তথা সার্বিক ব্যবস্থা --১৭ পৃষ্ঠায়

উপদেষ্টা আসিফকে 'ক্ষমা চাইতে হবে': ইশরাক

"আমার বিষয়টি সম্পূর্ণ আইনি এবং এখানে নেগোসিয়েট করার কোন সুযোগ নাই। আদালত স্পষ্ট করে রায় এর মাধ্যমে কি করতে হবে তা বলে দিয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ঘিরে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া 'আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন' বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন।এ জন্য উপদেষ্টা আসিফকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইশরাক।

তিনি বলেন "তাকে (আসিফ) নগরবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছিলেন ইশরাক।

তিনি বলেন, "একটি বেসরকারি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়ে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk